ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-271 ■ 1 July, 2026 ■ আগরতলা ১ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১৫ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রশাসনিক সংস্কার, ব্যবসা ও জীবনযাত্রার সহজীকরণ নিয়ে শীর্ষ সচিবদের বৈঠকে

সব মন্ত্রক ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিতে জোর প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন (আইএএনএস) ।। পরবর্তী প্রজন্মের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপরেখা নির্ধারণে কেন্দ্রীয় সরকারের সব মন্ত্রক ও বিভাগের সচিবদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার সেবা তীর্থে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে প্রশাসনিক সংস্কার, ব্যবসা করার সুবিধা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করে তোলার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

চলতি অর্থবর্ষে (২০২৬-২৭) প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সচিবদের এটি ছিল প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈঠক। সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকারের সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও সমন্বিত করার লক্ষ্যেই এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর দুই প্রধান সচিব পি. কে. মিশ্র এবং শক্তিকান্ত দাস। আলোচনায় মূলত দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রথমত, নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (ডিরেগুলেশন) ও অন্যান্য সংস্কার, যার লক্ষ্য ব্যবসা পরিচালনা সহজ করা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সুবিধাজনক করে তোলা। দ্বিতীয়ত, 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের স্বনির্ভরতা আরও জোরদার করার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের সচিবরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, সরকারের সংস্কারমূলক উদ্যোগ এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাবনাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলমান কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ এবং প্রশাসনিক দক্ষতা ও পরিষেবা প্রদান আরও উন্নত করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও জানান।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সব মন্ত্রক ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং 'হোল-অফ-গভর্নমেন্ট' পদ্ধতিতে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিভাগীয় বিভাজন দূর করে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার আহ্বান জানান। সমন্বিত পরিকল্পনা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী পিএম গতিশক্তি প্ল্যাটফর্মের আরও ব্যাপক ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

চার বছরে রাজ্যে সাইবার প্রতারণায় ৮৩ কোটির বেশি ক্ষতি ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন ।।গত চার বছরে সাইবার প্রতারণার কারণে ত্রিপুরায় ৮৩ কোটিরও বেশি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশ ও সরকার সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দিচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি অধিদপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স ডিভিশন-এর সহযোগিতায় এই কর্মশালার এই তথ্য জানা গিয়েছে।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক অনুরাগ, প্রধান মুখ্য বনপাল আর. কে. সামাল, তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধিকর্তা জেয়া রাগুল গেশন বি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক, এনইজিডি-র প্রতিনিধি, সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক-এর প্রতিনিধিরা।

কর্মশালায় জানানো হয়, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির লক্ষ্য পূরণে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ই-অফিস চালু করে সম্পূর্ণ কাগজবিহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা নজির স্থাপন করেছে। এছাড়া ত্রিপুরা স্টেট ডেটা সেন্টারের আধুনিকীকরণ, ত্রিপুরা সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, গ্রামীণ এলাকায় ভারতনেট পরিষেবা এবং বিভিন্ন ডিজিটাল জনপরিষেবা প্রকল্প বাস্তবায়নের কথাও তুলে ধরা হয়।

মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, ডিজিটাল শাসনব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ সংবেদনশীল সরকারি ও নাগরিক তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে। ফলে সাইবার নিরাপত্তা এখন প্রযুক্তিগত বিষয়ের পাশাপাশি প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের বিষয় হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল সম্পদ রক্ষায় শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নিয়মিত নজরদারি এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধিকর্তা জেয়া রাগুল গেশন বি রাজ্যের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে জানান, ত্রিপুরা সাইবার নিরাপত্তা নীতি-এর মাধ্যমে সরকারি ডিজিটাল পরিকাঠামোর সার্বক্ষণিক নজরদারি চলছে। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে মেয়াদোত্তীর্ণ কোল্ড ড্রিংকস পান করে অসুস্থ শিশু, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাবাড়ি এলাকায় নবনির্মিত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনেই প্রকাশ্যে ফেলে রাখা হচ্ছে মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত কোল্ড ড্রিংকস। অভিযোগ, সেই বোতল থেকে পানীয় পান করে ইতিমধ্যেই কয়েকজন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশেই বাসিদ আলীর একটি লোহা, প্লাস্টিক ও কাঁচ পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী প্রক্রিয়াকরণের কারখানা রয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিত্যক্ত লোহা, প্লাস্টিক ও কাঁচ সংগ্রহ করে ওই কারখানায় এনে মেশিনের মাধ্যমে ছোট ছোট অংশে কেটে বস্তাবন্দি করে বাইরে পাঠানো হয়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কারখানার কারণে এলাকার জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত লোহা, প্লাস্টিক, কাঁচের টুকরো এবং পুরনো যানবাহন ফেলে রাখায় পথচারীদের চলাচলে চরম অসুবিধা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি তাঁদের।

আরও অভিযোগ, রাস্তার পাশের ড্রেন বিভিন্ন বর্জ্য ফেলে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে দেওয়ায় বৃষ্টির সময় জল নিষ্কাশন ব্যাহত হচ্ছে এবং গোটা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি কারখানায় বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত কোল্ড ড্রিংকস এনে রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হয়েছে। অভিযোগ, গ্রামের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় স্ব-সহায়ক দলের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন ।। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী বলেছেন, ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত গঠন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ত্রিপুরাতেও স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডুকলি ব্লকের মিলনায়তনে স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সারাদেশে ১০ কোটিরও বেশি মহিলা স্ব-সহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত। ত্রিপুরায় ৫৪ হাজার স্ব-সহায়ক দল রয়েছে এবং ৫ লক্ষ ৪০ হাজার মহিলা এই স্ব-সহায়ক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সারা দেশে প্রায় ৩ কোটি লাখপতি দিদি রয়েছেন। এর মধ্যে ত্রিপুরায় লাখপতি দিদির সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যালসে আগুন, দগ্ধ ৩৫ জনকে উদ্ধার

কলকাতা, ৩০ জুন (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পনগরী হলদিয়ায় মঙ্গলবার সকালে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড (এইচপিএল)-এর ন্যাফথা পাইপলাইনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনায় অন্তত ৩৫ জন দগ্ধ হয়েছেন বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মঙ্গলবার ভোর প্রায় ৫টা নাগাদ আগুনের সূত্রপাত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুনের তীব্রতায় আশপাশে কর্মরত একাধিক শ্রমিক দগ্ধ হন।

খবর পেয়ে প্রথমে দুটি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে আরও দমকল পৌঁছায়। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মোট ১২টি দমকল ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছিল। তবে তখনও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়নি। তবে আগুনে দগ্ধ ৩৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর।

উদ্ধার হওয়া আহতদের প্রথমে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গুরুতর আহতদের তমলুক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ন্যাফথা বহনকারী পাইপলাইনে কোনও লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

জানা গিয়েছে, যেখানে আগুন লাগে, সেটি হলদিয়া-পাঁশকুড়া রেলপথের সংলগ্ন এলাকা। নিরাপত্তার স্বার্থে ওই রেলপথে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে রাজ্য দমকল বাহিনীর কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেন। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

এসএসএ শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়মিত করণে রাজি নয় রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন ।। সর্ব শিক্ষা অভিযানের (এসএসএ) শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের দাবিতে আয়োজিত বিশেষ লোক আদালতের সমস্যা সমাধান সমারোহ থেকেও কোনও ইতিবাচক সমাধান না মেলায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরা এসএসএ টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

মঙ্গলবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সজল দেব জানান, এসএসএ শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে দুইবার হাইকোর্টে পরাজিত হয়েছে। হাইকোর্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের পক্ষে রায় দিলেও রাজ্য সরকার সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি) দায়ের করে। বর্তমানে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে।

তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আয়োজিত বিশেষ লোক আদালতের সমস্যা সমাধান সমারোহে শিক্ষক-কর্মচারীরা দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের আশায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে সেখানে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

সজল দেবের দাবি, রাজ্য সরকার হাইকোর্টে পরপর দুইবার পরাজিত হওয়ার পর শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবির বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে বলে তাঁদের আশা ছিল। কিন্তু সমস্যা সমাধান সমারোহে সরকারি আধিকারিকদের বক্তব্যে সেই আশা ভঙ্গ হয়েছে এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, এসএসএ শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত মামলাটি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তাই বিষয়টি নিয়ে আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা।

কুমারঘাটে রাস্তার পাশে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩০ জুন ।। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে রাস্তার পাশ থেকে এক যুবকের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ উদ্ধার হওয়ায় ঘটনায় নতুন করে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত নয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার কুমারঘাট ফিশারি অফিস সংলগ্ন রাস্তার পাশে এক যুবককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

তদন্তের দাবিতে স্কুলে তালা দিয়ে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মরাছড়া, ৩০ জুন ।। রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে পিএমশ্রী মরাছড়া দ্বাদশ বিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে বিদ্যালয়ে তালা দিয়ে ক্লাস বয়কট করে বিক্ষোভ দেখায় একাংশের ছাত্রছাত্রীরা।

জানা গেছে, গত ১৮ জুন বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক দীনমনী সিনহার বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। পরদিন, ১৯ জুন, ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা বিদ্যালয়ে এসে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তবে এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ঘটনার পর থেকেই শিক্ষক দীনমনী সিনহা ছুটিতে রয়েছেন। মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের একাংশের ছাত্রছাত্রীরা দাবি করে, দীনমনী সিনহা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে স্বাস্থ্যকর্মীর রহস্য মৃত্যু, দুর্ঘটনা নাকি হত্যা ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমায় এক স্বাস্থ্যকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে সড়ক দুর্ঘটনা বলে মনে করা হলেও, মৃতের পরিবারের অভিযোগ এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের নাম হাসান আলী (৪৫)। তিনি দক্ষিণ কদমতলা এলাকার বাসিন্দা এবং ব্রজেন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী ছিলেন।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। প্রথমে তাঁকে ব্রজেন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাম মন্দিরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন ।। অযোধ্যার রাম মন্দিরের দানবাক্স ও তহবিল থেকে প্রায় ৭.৭৫ কোটি টাকা তছরুপ ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে মঙ্গলবার আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে প্রদেশ কংগ্রেস।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

এদিন সুদীপ রায় বর্মন বলেন, অযোধ্যার রাম মন্দির সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

তিনি দাবি করেন, বিষয়টির তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা অভিযোগ করেন, ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের নির্মাণ কাজেও অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের বিজেপি সরকার ধর্মের আড়ালে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

তিনি এই বিষয়ে রাজ্যবাসীকে সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। আশীষ কুমার সাহা আরও জানান, এই ইস্যুকে সামনে রেখে প্রদেশ কংগ্রেস আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলবে।

উল্লেখ্য, অযোধ্যার রাম মন্দিরের তহবিল সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে কোনও দায় স্বীকার করা হয়নি এবং বিষয়টি এখনও অভিযোগের পর্যায়েই রয়েছে।

কাঞ্চনপুরে উদ্ধার প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ শিশু খাদ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন ।। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে কাঞ্চনপুর বাজারে আকস্মিক অভিযান চালাল মহকুমা প্রশাসন। মহকুমা শাসক আশীষ কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমার দুই ডিসিএম, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা।

অভিযান চলাকালীন বাজারের একাধিক দোকানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ শিশু খাদ্যসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সমস্ত মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী প্রশাসনের উপস্থিতিতেই তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট দোকানদারদের কড়াভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতে কোনো দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ বা অনিরাপদ খাদ্যসামগ্রী বিক্রির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অভিযান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহকুমা শাসক আশীষ কুমার বিশ্বাস বলেন, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশাসন কোনো ধরনের আপস করবে না। বাজারে ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী বিক্রি বন্ধ করতে আগামী দিনেও এ ধরনের আকস্মিক অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হবে।

কাঞ্চনমালায় এক নবজাতকের বিক্রির অভিযোগ দম্পতির বিরুদ্ধে, শিশুটি সরকারি হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন ।। পশ্চিম ত্রিপুরার আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা মুসলিমপাড়া এলাকায় এক দম্পতির বিরুদ্ধে নিজেদের নবজাতক কন্যাশিশুকে আসামে বিক্রি করে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ও জেলা শিশু সুরক্ষা (ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট)-এর যৌথ উদ্যোগে শিশুটিকে উদ্ধার করে সরকারি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাঞ্চনমালা মুসলিমপাড়ার বাসিন্দা সাজাহান মিয়া ও তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই কারণেই তাঁরা তাঁদের কনিষ্ঠ কন্যাশিশুকে প্রতিবেশী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানা এলাকার এক ব্যক্তির হাতে অর্থের বিনিময়ে তুলে দেন। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা প্রশাসন, চাইল্ডলাইন এবং আমতলী থানার পুলিশকে বিষয়টি জানান। অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মঙ্গলবার সকালে শিশুটিকে উদ্ধার করে আমতলী থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের একটি দল থানায় পৌঁছে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শিশুটিকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরবর্তী পদক্ষেপ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে।

এদিকে, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিশুটির মা সরাসরি সন্তান বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করলেও স্বীকার করেন যে আর্থিক অভাবের কারণে তিনি শিশুটিকে আসামের এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে, এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, যদি তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১ জুলাই, ২০২৬ ইং
১৬আষাঢ়, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আজ ডক্টরস ডে, সেবাকে কুর্নিশ জানানোর দিন

জাতীয় চিকিৎসক দিবস বা ডক্টরস ডে হইলো চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত চিকিৎসকদের অবদান ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাইতে উদযাপিত একটি বিশেষ দিন। ভারতে ১ জুলাই এই দিবসটি পালন করা হয়। ১ জুলাই ভারতে এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিংবদন্তি চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ এবং পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ১ জুলাই স্মরণে ১৯৯১ সাল থেকে দেশটিতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা শুরু হয়। তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ”ভারত রত্ন” লাভ করিয়াছিলেন ।বিশ্বে প্রথম চিকিৎসক দিবস পালিত হইয়াছিল ১৯৩৩ সালের ২৮ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়াতে। পরবর্তীতে ৩০ মার্চকে সেখানে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় ।সমাজে সুস্থতা বজায় রাখিতে চিকিৎসকরা যে নিরলস পরিশ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহার প্রতি সাধারণ মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এই দিনটি পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য। দিবসটির লক্ষ্য হইল স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন এবং চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক আরও মজবুত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করা। চিকিৎসকদের কাজের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবংদিনহাদের পেশাগত অধিকার নিয়া আলোচনা করা ।এই দিনে অনেক হাসপাতাল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধের ব্যবস্থা করে ।চিকিৎসকদের অবদান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং স্বাস্থ্য খাতের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়া বিভিন্ন সেমিনার ও রেলী অনুষ্ঠিত হয় ।চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য গুণী চিকিৎসকদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত করা হয় ।চিকিৎসকরা হইলেন সমাজের ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার। বিশেষ করিয়া যেকোনো মহামারি বা স্বাস্থ্য সংকটে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়া তাহারা যেভাবে মানবসেবায় নিয়োজিত থাকেন, এই দিনটি সেই নিঃস্বার্থ সেবাকে কুর্নিশ জানানোর দিন।

ত্রিপুরায় সরকারি চিকিৎসকদের বিশেষ করিয়া এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্তের কারণে পেশাগত ও উদযাপনের দিক থেকে এবারের ”ডক্টরস ডে”তে মিশ্র ও গভীর প্রভাব পড়িতে পারে। চিকিৎসকদের এই নতুন নিয়ম এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে ডক্টরস ডে-তে প্রভাব পড়িতে বাধ্য । ডক্টরস ডে হইলো চিকিৎসকদের সম্মান জানানোর দিন। তবে জুন মাসের শেষে আচমকা আসা এই সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে চিকিৎসকদের বড় একটি অংশ মানসিকভাবে কিছুটা অসন্তুষ্ট। যদিও অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন বা এজিএমসি টিচার্স ফোরাম এই সিদ্ধান্তকে নীতিগতভাবে স্বাগত জানাইয়াছে, কিন্তু এর বিপরীতে বেতন কাঠামো পুনর্গঠন, সময়োপযোগী পদোন্নতি ও সার্ভিস রুলস সংশোধনের মতো দাবিগুলো পূরণ না হওয়ায় চিকিৎসকদের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ রহিয়াছে। ফলে এবারের ডক্টরস ডে-তে উৎসবের আমেজের চেয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়া আলোচনা ও পর্যালোচনার আবহ বেশি থাকিবে ।ডক্টরস ডে-তে রোগীরা আশা করিতেছেন যে চিকিৎসকরা এখন সম্পূর্ণ সময় সরকারি হাসপাতালেই দেবেন, যাহার ফলে দীর্ঘ লাইন কমিবে এবং ওপিডি -তে প্রবীণ চিকিৎসকদের সরাসরি পরামর্শ পাওয়া যাইবে ।অন্যদিকে, বহু রোগী ডক্টরস ডে-র ঠিক আগের দিনগুলো থেকেই প্রাইভেট চেম্বারে প্রিয় চিকিৎসকদের দেখাতে না পারিয়া সমস্যায় পড়িয়াছেন। ফলে সাধারণ মানুষের শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া নিয়া চিন্তাও প্রকাশ পাইবে ।যেহেতু রাজ্য সরকার চিকিৎসকদের জন্য ২০ু অতিরিক্ত নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছে এবং হাসপাতালগুলোকে এইমসের তর্জে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্য নিয়াছে, তাই ডক্টরস ডে-র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চিকিৎসকদের মানোন্নয়ন এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার এক নতুন সংকল্প বা প্রতিশ্রুতির বার্তা দেখা যাইতে পারে ।এবারের ডক্টরস ডে ত্রিপুরায় কেবলই একটি আনুষ্ঠানিক উদযাপনের দিন নয়, বরং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক বড় ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ক্রান্তিলগ্ন হিসেবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত দুই কলেজ পড়ুয়া, একজনকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার

খোয়াই, ৩০ জুন: পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে পথদুর্ঘটনার কবলে পড়লেন দুই কলেজ পড়ুয়া। মঙ্গলবার সকালে খোয়াই মহকুমার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

জানা গেছে, ঘিলাতলি বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অর্কদীপ সাহা ও হৃদয় রায় মোটরসাইকেলে করে খোয়াইয়ের দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন। পথে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে হঠাৎ একটি কুকুর মোটরসাইকেলের সামনে চলে আসে। দুর্ঘটনা এড়াতে গিয়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যায়। এতে দুই ছাত্রই গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। এ সময় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম অধিকারী খোয়াই যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি দেখতে পেয়ে আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

চিকিৎসকরা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর অর্কদীপ সাহার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। অপর আহত হৃদয় রায় বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তপশিলি জাতি কল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যের সেরা গোমতী জেলা, প্রথম স্থান অর্জন

উদয়পুর, ৩০ জুন: গোমতী জেলার জন্য এল গর্বের স্বীকৃতি। ত্রিপুরা সরকারের তপশিলি জাতি (এসসি) কল্যাণ দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন ও কার্যকর তদারকির জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের ”সেরা জেলা” হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে গোমতী জেলা। ত্রিপুরা সরকারের তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রীর হাত থেকে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান গ্রহণ করেন জেলার প্রতিনিধিরা। কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা, নিয়মিত তদারকি এবং উপভোক্তাদের কাছে সরকারি পরিষেবা সফলভাবে পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত। এই স্বীকৃতির ফলে ভবিষ্যতে আরও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা মিলবে বলেও মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ।গোমতী জেলার এই কৃতিত্বে জেলাজুড়ে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক পদাধিকারী, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্টজনেরা জেলা প্রশাসনকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, আগামী দিনেও গোমতী জেলা উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে একইভাবে সাফল্যের ধারা বজায় রাখবে।

অযোধ্যায় রামমন্দির তহবিলে তছরুপের ঘটনার পর দানে নারাজ ভক্তরাও

গীতা পান্ডে

'আমি ভগবান রামের ভক্ত, কিন্তু আমি আর মন্দিরে দান করব না,' বিবিসিকে বলছিলেন প্রাচী খারে। 'আমার বাবা, ঠাকুরদার স্বপ্ন ছিল রামের মন্দির হোক, সেটা পূরণ হয়েছে, তবে রামলালার জন্য ভক্তি আমি আলাদা ভাবে প্রকাশ করব।' তেমনই রামগোপাল গোয়েল নামে আরেক ভক্ত যিনি রাম মন্দির দর্শনে এসেছিলেন, তিনি বলছিলেন, 'ভগবানের উদ্দেশ্যে দেওয়া দান এই বেইমানরা পকেটে ভরে নিয়ে যাচ্ছে।'

তিনি যোগ করেন, 'আমাদের আবেগের কোনও মূল্য এদের কাছে নেই।' রাম মন্দিরে আর্থিক তছরুপ ও কেলেঙ্কারির বিভিন্ন রিপোর্ট সামনে আসার পরে মিজ. প্রাচীর মতো অসন্তুষ্ট হয়েছেন বহু রাম ভক্ত। প্রাচী খারে ও রামগোপাল গোয়েলদের মতই বহু ভক্ত যারা চেয়েছিলেন অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হোক, তারা এখন নিজের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে, ভক্তদের দান করা অর্থ, বহুমূল্য গয়না, সোনা, রূপার সামগ্রী তছরুপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তিন সদস্যের বিশেষ টিম রিপোর্ট পেশ করেছে যার উপর ভিত্তি করে অযোধ্যা পুলিশ আট জনকে গ্রেফতার করেছে। যদিও "শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট" সবরকম অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে ওই আট জনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে বিবিসি হিন্দিকে জানিয়েছেন সিনিয়র পুলিশ অফিসার গৌরব গ্রোভার। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই কড়া অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

তিনি জানিয়েছেন, 'অযোধ্যা সম্পর্কে যা খবর পাওয়া গেছে সেখানে আমরা এসআইটি গঠন করেছি। এসআইটি রিপোর্ট আসার সাথে সাথে আমাদের পূর্ণ তৎপরতায় কাজ শুরু হয়েছে। আমি আশ্বস্ত করতে আপনাকে বলতে পারি, এর শেষ দেখে ছাড়া হবে' তিনি আরও বলেন, 'জনগণের ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে খেলা অগ্রহণযোগ্য। যদি কেউ এই বিশ্বাসের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলে, তাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।' "তীর্থযাত্রী সুবিধা কেন্দ্রে" দানপাত্রগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে সেই ৪০টি দানপাত্রগুলি খুলে গণনা করার কাজ দেওয়া হয়েছিল একটি টিমকে।

এফআইআরে যাদের নাম আছে, তারা সকলেই এই টিমেরই অংশ। তাদের বিরুদ্ধে ওঠা মন্দিরের আমানত আত্মসাতের অভিযোগে তাদের ভূমিকা তদন্তকারী সংস্থাগুলো খতিয়ে দেখছে।

"শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টে"র সদস্য কৃষ্ণ মোহনের অভিযোগের ভিত্তিতে রাম জন্মভূমি থানায় এফআইআর-টি নথিভুক্ত করা হয়। এই মামলাটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত কর্মচারী কর্তৃক চুরি, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত ধারায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এফআইআরে নাম থাকা ব্যক্তিরা হলেন টিন্নু যাদব, অনুকল্প মিশ্র, লবকুশ মিশ্র, অবিনাশ শুক্লা, মনীশ যাদব, সুভাষ শ্রীবাস্তব, করুণেশ পান্ডে এবং রামশঙ্কর মিশ্র।

টিন্নু যাদব তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ছিলেন, আর বাকিরা নগদ টাকা গণনার কাজে জড়িত ছিলেন।

দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্তরা ভক্তদের অনুদান আত্মসাৎ এবং ট্রাস্টের তহবিল অপব্যবহারের ষড়যন্ত্র করেছিল।

১৩ই জুন আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর ট্রাস্টের অনুরোধে এসআইটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন বিজয় বিশ্বাস পন্থ। প্যানেলে রয়েছেন অর্থ বিভাগের বিশেষ সচিব নীলরত্ন কুমারও।

এই ঘটনায় পদ্ধতিগত ত্রুটি চিহ্নিত করা এবং এর পেছনে কোনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছিল কিনা তা তদন্ত করার দায়িত্ব কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। অযোধ্যার মন্দিরে বিপুল দানের খতিয়ান অযোধ্যার রাম মন্দিরে মূল মন্দির ছাড়াও মোট ছয়টি ছোটো মন্দির রয়েছে। সব মিলিয়ে এই কমপ্লেক্সে প্রতিদিন ৭০ থেকে ৮০ হাজার মানুষ আসেন। হিন্দুস্তান টাইমস-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাম মন্দিরে দানের পরিমাণ ছিল, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৩০ কোটি টাকার কাছাকাছি, যা এই মন্দিরকে অর্থের নিরিখে ধনীতম মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে।

অযোধ্যার এক সাবেক জনপ্রতিনিধি অভিযোগ করেছেন যে, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাত কোটি টাকার সম্পত্তি নয়ছয় হয়েছে।

যদিও মন্দির কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ফেসবুকে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সদ্য ইস্তফা দেওয়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা চম্পত রাই জানান যে, অনুদান গণনার প্রক্রিয়া ও গণনা কক্ষ সহ ট্রাস্টের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ট্রাস্টি ও কর্মীদের পাশাপাশি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কয়েকজন কর্মী নিরীক্ষণ করে থাকেন। তিনি আরও বলেন, 'এই প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েক দিন ধরে চলে এবং বর্তমানে এভাবেই কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত কোনো গরমিল বা অসঙ্গতি নজরে আসেনি।' যদিও সর্বশেষ খবর যা পাওয়া গেছে, তাতে এই তছরুপের জেরে চম্পত রাইকে ৩ দিনের মধ্যে অযোধ্যা ত্যাগ করার হুমকি দিয়েছে বার অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়াও অযোধ্যার বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের পক্ষে কোনও আইনজীবী লড়াই করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্ত কারা? ইতিমধ্যে আট জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলেন :

১. রামশঙ্কর যাদব (টিন্নু)— দায়িত্ব: দানবাক্স তদারকি করা এবং সেগুলোকে বেসমেন্টে নিয়ে যাওয়া। অভিযোগ: দানবাক্স থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে অযোধ্যার আশেপাশে সম্পত্তি ক্রয়।

২. লবকুশ মিশ্রা— দায়িত্ব: দান ও নগদ টাকা গণনা করা। অভিযোগ: দান চুরি করে কোটি টাকার সম্পদ গড়ে তোলা। তার বাড়ি থেকে ১২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ৩. অনুকল্প মিশ্রা— দায়িত্ব: গণনা কক্ষে নগদ টাকা গণনা করা।

অভিযোগ: গণনা কক্ষ থেকে টাকা চুরি করে বাথরুমে লুকিয়ে রাখা এবং লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ গড়ে তোলা।

৪. সুভাষ চন্দ্র শ্রীবাস্তব— দায়িত্ব: নগদ গণনাকারী কর্মীদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি। অভিযোগ: তত্ত্বাবধানে অবহেলা এবং চুরিতে জড়িত থাকা।

৫. করুণেশ পান্ডে— দায়িত্ব: গণনা কক্ষে দান নিয়ে আসা এবং সেগুলো গণনা করা। অভিযোগ: চুরি করা দানের টাকা দিয়ে অযোধ্যার আশেপাশে সম্পত্তি ক্রয়।

৬. মনীশ যাদব— দায়িত্ব: দান বাক্সে পাওয়া নগদ টাকা গণনা করা।

অভিযোগ: দানের টাকা চুরি। বাড়ি থেকে ৩৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ৭. অবিনাশ শুক্লা--- দায়িত্ব: গণনা কক্ষে দান নিয়ে আসা এবং সেগুলো গণনা করা।

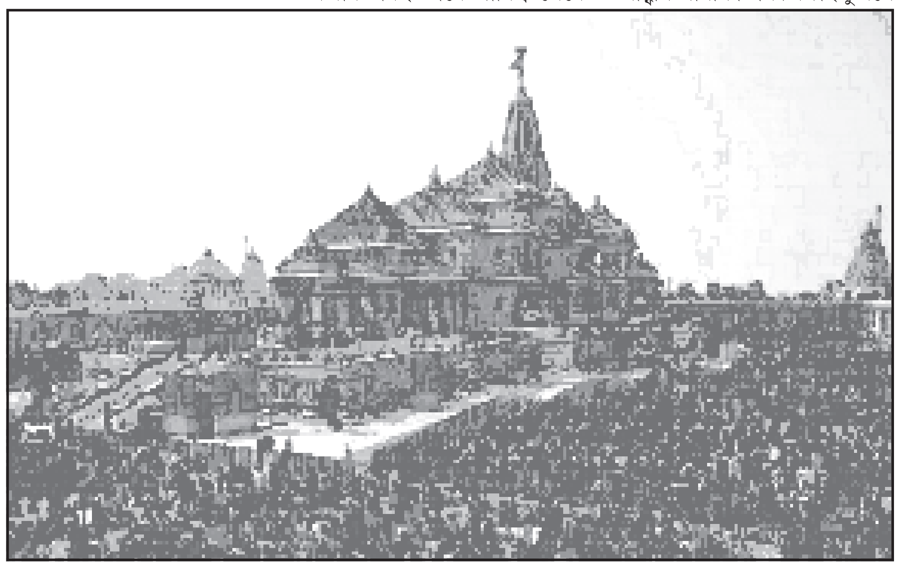

অভিযোগ: চুরি করা দানের টাকা দিয়ে সম্পত্তি ক্রয়।

৮. রামশঙ্কর মিশ্রা— দায়িত্ব: দানের বাক্স গণনা কক্ষে নিয়ে যাওয়া এবং সেগুলোর উপর নজর রাখা।

অভিযোগ: অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে যোগসাজশে দানের টাকা আত্মসাৎ। যেভাবে সূচনা হলো কেলেঙ্কারির ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত একটি মন্দিরে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ দেশে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মন্দিরটি এমন এক স্থানে অবস্থিত যা কয়েক দশক ধরে ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আইনি বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। অনেক হিন্দু বিশ্বাস করেন যে অযোধ্যা দেবতা রামের জন্মস্থান। এই ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপির নেতৃত্বে দেশজুড়ে চালানো জোরালো প্রচারণার জেরে ১৯৯২ সালে বহু হিন্দু কর্মী সমর্থকরা বাবরি মসজিদটি ভেঙে ফেলেছিল। ভক্তদের দেওয়া অনুদান ও প্রণামী ব্যবস্থাপনায় কথিত অনিয়মের বিষয়টি প্রথম সামনে আনেন মহিপাল সিং, তিনি আগে ট্রাস্টের হিসাব বিভাগের তদারকি করতেন। তাকেই "হুইসেলব্লোয়ার" হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। মি. সিং প্রকাশ্যে দাবি করেছেন যে, উপহার হিসেবে পাওয়া নগদ অর্থ ও মূল্যবান ধাতু ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করার পরই তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিবিসি হিন্দি তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি প্রাণনাশের হুমকির কথা উল্লেখ করে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, 'আমি প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছি। আমি প্রচণ্ড চাপ ও মানসিক উদ্বেগের মধ্যে আছি। এখন কোনো কিছু বলার মতো অবস্থায় আমি নেই। এ পর্যন্ত প্রকাশ্যে আমি যা কিছু বলেছি, দয়া করে সেটুকুকেই আমার বক্তব্য হিসেবে গণ্য করবেন।' মি. সিংহের উত্থাপিত বিষয়গুলো নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা হয়নি; তবে সাতই জুন বিষয়টি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। সেদিন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব অনুদানের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং এ বিষয়ে তদন্তের দাবি জানান।

সামাজিক মাধ্যমের একাধিক পোস্ট দিয়ে তিনি অনুদান ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করেন এবং পুরো বিষয়টি নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

তার দলের সহকর্মী ও অযোধ্যার সাংসদ অবধেশ প্রসাদ দাবি করেন যে, বিষয়টি আদালতের তত্ত্বাবধানে গঠিত কোনো দলের মাধ্যমে তদন্ত করা উচিত। এছাড়া তদন্ত চলাকালীন ট্রাস্টের সদস্যদের তাঁদের পদ থেকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখারও আহ্বান জানান তিনি। বহু হিন্দু মনে করেন যে, যে জায়গায় রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওই মন্দিরটি ভেঙে ওই জায়গায় বাবরি মসজিদ স্থাপন করেছিলেন প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর। এই নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে ভারতে বহু জলঘোলা হয়েছে। ২০১৯ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ওই স্থানে হিন্দু পক্ষের দাবিকে মান্যতা দেয়। ২০২৪ সালে ওই স্থানে একটি রাম মন্দির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মন্দির নির্মাণ বিজেপি সরকারের প্রস্তাবিত কর্মসূচির একটি ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র: বিস্মৃতির মহাফেজখানায় বন্দী 'ঋষি'...

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

একটি জাতি তার আত্মপরিচয়ের শিকড়কে কতটা সম্মান করে; তা বোঝা যায় তার জাতীয় প্রতীকদের প্রতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবল একজন ঔপন্যাসিক বা প্রাবন্ধিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন আধুনিক বাঙালি মানসের এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান স্থাপতি। অরবিন্দ ঘোষ যাকে যথার্থই 'ঋষি' এবং জাতি -গঠনকারী (Nation Builder) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। অথচ; প্রতিবছর ২৬ শে জুন যখন তাঁর জন্মবার্ষিকী ফিরে আসে; তখন এক অদ্ভুত ও শীতল অনীহা চোখে পড়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক পরিমণ্ডলে। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী যে উদ্দীপনায় ; উৎসবে ও প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় পালিত হয়; বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রীয় সর্বাত্মক প্রয়াস বা নাগরিক স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রশ্ন জাগে; এই অনীহার উৎস কোথায়? এটি কি কেবলই সময়ের নিয়মে এক ঐতিহাসিককে ভুলে যাওয়া; নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে কোনো সচেতন রাজনৈতিক দ্বিধা ও মতাদর্শগত মেরুকরণ?

বঙ্কিমচন্দ্রকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপনে অনীহার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর সৃষ্টি রাজনৈতিক অপব্যাখ্যা এবং আধুনিক ভোট ব্যাংকের সমীকরণ। বিশেষত; তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দে মাতরম সংগীতটিকে কেন্দ্র করে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পরিমণ্ডলে এক ধরনের ঐতিহাসিক অস্বস্তি তৈরি করা হয়েছে। ১৮৯৬ সালের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বন্ট্রে যে গান গেয়ে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ মাত করেছিলেন; যা ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'-এর রণধ্বনি— তা আজ ভোটের রাজনীতির মারপ্যাঁচে সাম্প্রদায়িকতার তকমায় বন্দী। এক পক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রকে তীব্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী ফ্রেমে আটকে বর্জন করতে চায়; অন্য পক্ষ তাকে নিজেদের দলীয় হিন্দুত্ববাদী ভাবমূর্তির আইকন হিসেবে ব্যবহার করতে উন্মুখ। এই দুই প্রান্তিক অবস্থানের যাঁতাকলে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আসল অবয়ব যিনি ১৮৭৯ সালে 'সাম্য' প্রবন্ধ লিখে দেশের প্রথম সারির সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জন্ম দিয়েছিলেন এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রান্তিক চাষীর অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন তা বর্তমানের রাজনৈতিক ন্যারেটিভে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। পাছে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোট হাতছাড়া হয়; এই আশঙ্কায় কোনো সরকারই বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে সর্বাত্মক উদযাপনে নামার ঝুঁকি নিতে চায় না। দ্বিতীয়ত; আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে এক তীব্র বামপন্থী ও ছদ্ম-উদারন্থী বৌদ্ধিক একাধিপত্যের প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয়। এই বৌদ্ধিক ধারা বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর সাহিত্যিক ও মননশীল অবদানকে সামগ্রিকভাবে বোঝার চেয়ে তাঁর উপন্যাসের কিছু চরিত্র বা ঔপনিবেশিক যুগের প্রেক্ষাপটকে খণ্ডিতভাবে তুলে ধরে তাকে 'মুসলিম- বিদ্বেষী' হিসেবে দাগিয়ে দিতে বেশি পছন্দ করেছে। অথচ ঐতিহাসিক সত্য হলো; উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সেন্সরশিপ ও 'রাজদ্রোহ আইন এড়াতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ছদ্ম -কৌশল হিসেবে তৎকালীন রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভকে অনেক সময় ঐতিহাসিক মুসলিম শাসকদের অবয়বে দেখাতে হয়েছিল। এই নন্দনতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে খাটো করার এক পরিকল্পিত একাডেমিক চেষ্টা চলেছে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাক্রম বা সাংস্কৃতিক নীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ক্রমশ কোণঠাসা অধ্যায়ে পরিণত করা হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র আজ কেবলই পাঠ্যবইয়ের একটি নীরস ব্যাকরণগত অধ্যায়; কোনো জীবন্ত সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণা নন। তৃতীয়ত; আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা ও পরিকাঠামোগত ব্যর্থতাও সমানভাবে দায়ী। উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার পৈতৃক ভিটে এবং তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ভবনটির সংস্কারের অভাব ও মলিন দশা দেখলেই বোঝা যায় সরকারের সদিচ্ছা কতটুকু। রবীন্দ্রভারতী বা বিশ্বভারতীর মতো কোনো কেন্দ্রীয়বা রাজ্য স্তরের বৃহৎ গবেষণা কেন্দ্র; মহাফেজখানা বা একাডেমি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে গড়ে ওঠেনি; যা তাঁর সাহিত্য; সমাজতত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারত। সরকারি অর্থায়নে বঙ্কিম-চর্চার জন্য কোনো বার্ষিক আন্তর্জাতিক সেমিনার; অনুবাদ প্রকল্প বা ফেলোশিপের ব্যবস্থা নেই। যে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের আধুনিকীকরণ করেছিলেন; বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সমাজবিজ্ঞানকে আপামর বাঙালির পাঠাভ্যাসে পরিণত করেছিলেন এবং নবীন লেখকদের জন্য মেন্টর বা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন; তাঁর স্মৃতি রক্ষায় এই পরিকাঠামোগত দীনতা রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের চরম ব্যর্থতা।

অনেকে যুক্তি দিতে পারেন; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা আধুনিক যুগের সাধারণ মানুষের কাছে কিছুটা কঠিন বা 'সাধু ভাষা'র আধিক্যের কারণে দুরূহ। কিন্তু এই দূরত্ব ঘোচানোর প্রাথমিক দায়িত্ব তো ছিল রাষ্ট্রের এবং আমাদের সংস্কৃতিমনস্ক সমাজের। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকে আধুনিক রূপান্তর; তাঁর জীবনের ওপর উচ্চমানের তথ্যচিত্র নির্মাণ; কিংবা আজকের দৃশ্যমাধ্যম বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস গুলির সঠিক; কালজয়ী ও নিরপেক্ষ দৃশ্যরূপ দেওয়ার কোনো সরকারি উদ্যোগ দেখা যায়নি। যেখানে শেক্সপিয়ার বা টলস্টয়কে নিয়ে পাশ্চাত্যে প্রতিনিয়ত নতুন গবেষণা ও আধুনিক মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ হচ্ছে; সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল-' এর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাগুলো আধুনিক বাঙালির কাছে পৌঁছানোর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টাই নেই। বঙ্কিমচন্দ্রকে এইভাবে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দেওয়া কেবল একজন সাহিত্যিকের অবমাননা নয়; এটি সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক ও বৌদ্ধিক দেউলিয়াত্বের স্পষ্ট লক্ষণ। যে জাতি তার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরোহিত ও প্রথম আধুনিক গ্রাজুয়েটকে সমকালীন রাজনৈতিক সমীকরণের ভয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তার সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে

বাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনো দল; গোষ্ঠী বা ধর্মের সংকীর্ণ ফ্রেমে বন্দী না করে; একজন আধুনিক সমাজ- সংস্কারক; প্রখর যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ এবং বাংলা সাহিত্যের আদি স্থপতি হিসেবে মূল্যায়ন করা আজ সময়ের দাবি। সরকারের উচিত দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকীকে যথাযথ জাতীয় মর্যাদা দিয়ে সর্বাত্মকভাবে পালন করা; তাঁর স্মারকস্থলগুলোর আধুনিকীকরণ করা এবং তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর মননশীল প্রবন্ধগুলোর মূল বহুত্ববাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া আজ কোনো দয়া বা অনুকম্পা নয়; বরং আমাদের নিজেদের বাঙালি সংস্কৃতির আত্মমর্যাদা ও শিকড় রক্ষার তাগিদেই তা পরম কর্তব্য।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
-৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাম মন্দিরে প্রবেশে বাধা, জোর করে বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছে: দাবি কংগ্রেস সাংসদ কিশোরী লাল শর্মার

অযোধ্যা, ৩০ জুন(আইএএনএস) : কংগ্রেস সাংসদ কিশোরী লাল শর্মা দাবি করেছেন, তাঁকে অযোধ্যার রাম মন্দিরে দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, উত্তর প্রদেশ পুলিশ ও প্রশাসন তাঁকে জোরপূর্বক বিমানবন্দরে নিয়ে যায়।

এই ঘটনাটি এমন সময় সামনে এসেছে, যখন রাম মন্দিরে যাওয়ার প্রস্তাবিত কর্মসূচির আগে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রায়কে অযোধ্যায় গৃহবন্দি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এর আগে কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল, অজয় রায় এবং দলের এক প্রতিনিধি দলকে রাম মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কিশোরী লাল শর্মা বলেন, আমাকে দর্শন করতে দেওয়া হয়নি। বরং পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন আমাকে জোর করে বিমানবন্দরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তারা আমাকে চিরদিন দর্শন থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আজ যদি আটকায়, কাল আসব। কাল আটকালে পরশু আসব।

তিনি আরও বলেন, আর কতদিন আমাকে আটকাবে? আমি তাদের বলেছিলাম, আমার পরিচয়পত্র রেখে দিন, আমাকে সাধারণ ভক্তের মতো শুধু দর্শনের সুযোগ দিন। কিন্তু প্রশাসন তাতেও রাজি হয়নি।

প্রশাসনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এখানে পুরো বিষয়টি নিয়ে নাটক করা হয়েছে।

এদিকে, কংগ্রেস নেতাদের গৃহবন্দি করার ঘটনায় তীব্র সমালোচনা করেছেন দলের উত্তর প্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজেন্দ্র পাল গৌতম। তাঁর দাবি, "উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ভীত। তাঁর আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেছে এবং তিনি ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁকে পূর্ণ পুলিশি নিরাপত্তায় রাম মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই তাঁদের গৃহবন্দি করা হয়েছে। এটি বিজেপির ভয়েরই প্রমাণ। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কি কোনও মূল্য নেই? অন্যদিকে, বিজেপি নেতারা অভিযোগ করেছেন, রাম মন্দিরের অনুদান তছরুপের অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন কংগ্রেস রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই বিষয়টিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

এদিকে, অযোধ্যার আচার্য নরেন্দ্র দেব কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।প্রাক্তন অযোধ্যা জেলা কংগ্রেস সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেন, আমাদের রাজ্য সভাপতি অজয় রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দলের নেতাদের রাম মন্দিরে পূজার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে সরব না। শান্তিপূর্ণভাবেই আমরা অবস্থান চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তিনি রামলালার দর্শনের সুযোগ পান।

তিনি বিজেপি সরকারকে প্রশ্ন করে বলেন, কংগ্রেস নেতাদের রাম মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? সরকার কী লুকাতে চাইছে? এটি একটি মন্দির, বিজেপির দলীয় কার্যালয় নয়।

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রধান বিচারপতিকে ২৩ দল ও এক নির্দল সাংসদের যৌথ চিঠি: জয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : জয়রাম রমেশ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন-র বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর) প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে ২৩টি রাজনৈতিক দল ও এক নির্দল সাংসদ যৌথভাবে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-কে চিঠি পাঠিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জয়রাম রমেশ জানান, ২০২৬ সালের ৮ জুন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে ২১টি রাজনৈতিক দল ও এক নির্দল সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে যৌথ চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

তিনি আরও বলেন, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার ২৩টি রাজনৈতিক দল ও এক নির্দল সাংসদের স্বাক্ষরসহ চিঠিটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। বিরোধী দলগুলি সংহতি, ঐক্য এবং প্রতিরোধের নীতিতে অটল রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

গত ৮ জুন অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী, ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহ এবং এনসিপি (এসপি)-র নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে। তবে আম আদমি পার্টি এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম-সহ কয়েকটি বিরোধী দল ওই বৈঠকে যোগ দেয়নি।

বৈঠকের পর মল্লিকার্জুন খাড়গে জানিয়েছিলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ইন্ডিয়া জোট প্রতি দু"মাস অন্তর বৈঠক করবে এবং পরবর্তী বৈঠক আগস্ট মাসে তেলঙ্গানার হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। কমিশনের দাবি, ভোটার তালিকার নির্ভুলতা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ২৪ জুন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিহারে এই কর্মসূচির পাইলট প্রকল্প শুরু হয়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশজুড়ে প্রায় ৬ কোটি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সংশোধন প্রক্রিয়া এখনও চলছে। শুধু বিহারেই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলি একাধিকবার প্রতিবাদ কর্মসূচি ও সাংবাদিক বৈঠক করেছে। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার জানিয়েছেন, সরকারের উদ্দেশ্য হল ভোটার তালিকা থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম চিহ্নিত করে অপসারণ করা এবং প্রয়োজনে তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো। তাঁর দাবি, কোনও প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করেই এই সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।এদিকে, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। একই সঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিও আদালত খারিজ করে দেয়।

উত্তরাখণ্ডে মধ্যরাতেই বিলুপ্ত হচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ড ১ জুলাই থেকে দায়িত্ব নেবে নতুন সংস্থা

দেহরাদুন, ৩০ জুন(আইএএনএস) : শিক্ষা নীতিতে বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটছে উত্তরাখণ্ড সরকার। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে রাজ্যের বর্তমান উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ড বিলুপ্ত হতে চলেছে। তার পরিবর্তে ১ জুলাই, বুধবার থেকে কার্যক্রম শুরু করবে নবগঠিত উত্তরাখণ্ড স্টেট মাইনরিটি এডুকেশন অথরিটি।

এই পরিবর্তনের আগে উত্তরাখণ্ড সরকারের বিশেষ সচিব পরাগ মধুকর ঢাকাতে জানান, ১ জুলাই থেকে নতুন বিধি কার্যকর হবে। এর ফলে রাজ্যের সমস্ত সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন কর্তৃপক্ষের আওতায় পরিচালিত হবে।

তিনি বলেন, বুধবার থেকেই নতুন কাঠামো অনুযায়ী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম শুরু হবে এবং এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে আরও বেশি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুলাই মাস থেকে মাদ্রাসাগুলিকে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের পরিবর্তে উত্তরাখণ্ড বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

নতুন পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ আধুনিক বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি, এই নির্দেশিকা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে বন্ধ করে দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মহল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একাংশ স্বাগত জানিয়েছেন।

উত্তরাখণ্ড ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শাদাব শামস বলেন, নতুন সংস্থা গঠনের ফলে মাদ্রাসা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা মূলধারার শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ পাবে এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও দক্ষ ও সক্ষম হয়ে উঠবে।

তিনি বলেন, ১ জুলাই থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে এবং তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে উত্তরাখণ্ড স্টেট মাইনরিটি এডুকেশন অথরিটি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছিল এবং মুসলিম শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পাঠ্যক্রম এতটাই পুরনো ও জটিল ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা কঠিন ছিল। নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য মাদ্রাসা শিক্ষায় আরও বেশি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং গুণগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ট্রাম্প প্রশাসনে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের অন্যতম প্রধান স্থপতি হিসেবে উঠে আসছেন সার্জিও গর

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন : ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের অন্যতম প্রধান স্থপতি হিসেবে উঠে এসেছেন সার্জিও গর। বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং কৌশলগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাস্তব ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

সোমবার ইউএস-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম (ইউএসআইএসপিএফ)-এর লিডারশিপ সামিটে সার্জিও গরকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সংস্থার অনারারি সিনিয়র অ্যাডভাইজার আল ম্যাসন বলেন, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে গড়ে তোলা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কই বর্তমানে ওয়াশিংটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করেছে।

ম্যাসন বলেন, 'আমি ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রদূত সার্জিও গরকে চিনি। জনসমক্ষে তিনি যেমন, ব্যক্তিগত জীবনেও ঠিক তেমনই আন্তরিক, বিশ্বস্ত, বিনয়ী এবং সবসময় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেমন ''দ্য আর্ট অব দ্য ডিল"-এর জন্য পরিচিত, তেমনই সার্জিও গর পরিচিত ''দ্য আর্ট অব ফ্রেন্ডশিপ"-এর জন্য। বন্ধুত্বই তাঁর স্বভাব, আর সম্পর্কই তাঁর কাজের মূল ভিত্তি।'যদিও ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের গতি পুনরুদ্ধারে গরের ভূমিকার প্রশংসা ম্যাসনের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন বলেই উল্লেখ করা হয়।

মঞ্চে উঠে সার্জিও গর আল ম্যাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি দীর্ঘদিনের বন্ধু ও অনানুষ্ঠানিক উপদেষ্টা।

ভারতে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের প্রসঙ্গে গর বলেন, 'আমি গত ছয় মাস ধরে ভারতে আছি এবং এই সময়ে অসাধারণ কিছু অগ্রগতি দেখেছি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেমন বলেন, আমরা ফলাফলনির্ভর। আমি শুধু আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় যোগ দিতে ভারতে যাইনি, বরং দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতেই সেখানে গিয়েছি।'

ভারত-আমেরিকা প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে তিনি জানান, আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাঁর কথায়, 'চুক্তির অধিকাংশ অংশ সম্পন্ন হয়েছে। মাত্র এক থেকে দুই শতাংশ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা বাকি রয়েছে।'

তিনি আরও জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, প্রতিরক্ষা, উন্নত প্রযুক্তি এবং পিএএক্স সিলিকন উদ্যোগ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা দ্রুত বাড়ছে।গরের কথায়, 'ভারতে গত ছয় মাসে আমি যে সম্ভাবনা দেখেছি, তা সত্যিই অসাধারণ। প্রায় প্রতিদিনই এমন নতুন নতুন ক্ষেত্র সামনে আসছে, যেখানে ভারত ও আমেরিকা একসঙ্গে কাজ করতে পারে।'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক নিয়ে ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আগ্রহী। 'তিনি ভারতের সঙ্গে এই সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং ভারত সফরের স্মৃতি এখনও স্নেহের সঙ্গে স্মরণ করেন।'

একটি ঘটনার উল্লেখ করে গর বলেন, মায়ামিতে একটি ইউএফসি অনুষ্ঠানে ট্রাম্প তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করার কথা বলেছিলেন। তখন তিনি ট্রাম্পকে জানান, ভারতে তখন সকাল ৬টা। উত্তরে ট্রাম্প বলেন, 'তিনি (মোদি) জেগেই থাকবেন। উনি আমার মতোই।'

যদিও শেষ পর্যন্ত ফোনালাপটি পরের দিন হয়, গরের মতে, এই ঘটনা ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী মোদির ব্যক্তিগত বন্ধুত্বেরই প্রতিফলন। রাষ্ট্রদূত হওয়ার আগে সার্জিও গর হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনেল অফিসের ডিরেক্টর ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মন্ত্রিসভার প্রায় সব সদস্যই তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত হওয়ায় প্রশাসনিক সমস্যা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হয়।তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে আমরা সরাসরি ফোন করে সমস্যার সমাধান করি। লালফিতার দৌরাত্ম্য কমিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।'বর্তমানে সার্জিও গর একসঙ্গে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূতের দায়িত্ব পালন করছেন। ট্রাম্প প্রশাসনে ভারতকে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে দেখার নীতির প্রতিফলন তাঁর এই নিয়োগে স্পষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্রামগঞ্জের মিষ্টির দোকানে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ, পরিবেশ উন্নত করার নির্দেশ প্রশাসনের

বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ জুন: বিশ্রামগঞ্জ বাজারের পরিচিত মিষ্টির দোকান 'মাতৃভাণ্ডার'-এ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় না থাকার অভিযোগে দোকান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করল মহকুমা প্রশাসন। মঙ্গলবার দুপুরে প্রশাসনের একটি দল দোকান পরিদর্শন করে দ্রুত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ অমান্য করা হলে দোকান বন্ধ করে দেওয়ারও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস এবং গোবিন্দ দেববর্মা।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মিষ্টির দোকানটি বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যালয়ের একেবারে সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী টিফিনের সময় ওই দোকানে খাবার কিনতে আসে। কিন্তু দোকানের বর্তমান পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত নয় বলে পরিদর্শনে প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

কর্তব্যরত আধিকারিকরা দোকানের মালিক অসিত দে-কে অবিলম্বে দোকানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে প্রশাসন প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে।

প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের মতে, বিশেষ করে বিদ্যালয় সংলগ্ন খাদ্য বিক্রির দোকানগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

গোমতী জেলায় 'ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম' অনুষ্ঠিত, নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা

উদয়পুর, ৩০ জুন: যুব সমাজকে নেশামুক্ত ও ইতিবাচক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্য নিয়ে গোমতী জেলার যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার উদয়পুরের টেপানিয়া এলাকার শালগড়াস্থিত সেরিন অ্যান্ড সোবার ফাউন্ডেশনে একটি "ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর "নেশামুক্ত ভারত অভিযান"-এর ওপর গুরুত্বারোপ করে যুবকদের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়। বক্তারা যুব সমাজকে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি সুস্থ জীবনধারা ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজন সেন, টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্না দাস, সেরিন অ্যান্ড সোবার ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর প্রসেনজিৎ বণিক, গোমতী জেলার যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের স্পোর্টস অফিসার বিশাল সাহা এবং ক্রীড়া দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সহকারী সভাধিপতি সুজন সেন বলেন, বর্তমান প্রজন্মই আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ। তাই যুব সমাজকে নেশামুক্ত রেখে সঠিক পথে পরিচালিত করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, এ ধরনের কর্মসূচি যুবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি তিনি যুবকদের সুস্থ, সক্রিয় ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে সেরিন অ্যান্ড সোবার ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর প্রসেনজিৎ বণিকের হাতে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। আয়োজকদের আশা, এই ক্রীড়া সামগ্রী যুবকদের খেলাধুলার প্রতি আরও উৎসাহিত করবে এবং সুস্থ জীবনযাপন গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

আয়োজকদের মতে, এই 'ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম'-এর মূল লক্ষ্য ছিল যুব সমাজের মধ্যে নেশামুক্ত জীবন, সামাজিক সচেতনতা এবং ক্রীড়াচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা। কর্মসূচির মাধ্যমে একটি সুস্থ, সচেতন ও নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

করসেবার স্মৃতি তুলে ধরে ভাগবতের বক্তব্য, 'ভক্তি ও আত্মত্যাগের পরিবেশ মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে'

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন।। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেছেন, অযোধ্যার প্রথম করসেবার সময় তৈরি হওয়া ভক্তি, আত্মত্যাগ ও সম্মিলিত দায়বদ্ধতার পরিবেশ বহু মানুষের জীবনে গভীর পরিবর্তন এনেছিল। তাঁর দাবি, কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা উপদেশ ছাড়াই সেই পরিবেশ মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনধারা বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

বেঙ্গালুরুর আর্ট অব লিভিং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল আয়োজিত তিন দিনের 'এনইপি ২০২০-এর বাস্তবায়ন: ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থার একীকরণ' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাগবত এই মন্তব্য করেন।

তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, প্রথম কারসেবার পর তিনি আরএসএসের প্রচারক হিসেবে একটি তহশিলে গিয়েছিলেন। সেখানে স্থানীয় কর্মীরা তাঁকে এক পাংচার সারাইয়ের দোকানে কর্মরত এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করান।

ভাগবতের দাবি, ওই ব্যক্তি আগে পকেটমার ছিলেন। কারসেবকদের ভিড় দেখে তিনি চুরি করার উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। সেই কারণে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও সঙ্গে নিয়ে যান।

আরএসএস প্রধানের কথায়, অযোধ্যায় পৌঁছে তিনি তাঁর চুরির সরঞ্জাম সরযূ নদীতে ফেলে দেন, স্নান করেন এবং রামলালার দর্শন করার পর সিদ্ধান্ত নেন যে আর কখনও চুরি করবেন না। পরে তিনি স্থানীয় কর্মীদের কাছে একটি ছোটখাটো কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানান, যাতে সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।

ভাগবত বলেন, 'কেউ তাঁকে কোনও বক্তৃতা দেননি বা আরএসএসের মতাদর্শ শেখাননি। কিন্তু কারসেবকদের নিষ্ঠা, দীর্ঘ পথ হেঁটে আসা, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের পরিবেশ তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং তাঁর জীবনে পরিবর্তন এনেছিল।'

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করে ভাগবত বলেন, আরএসএসের এক কর্মী প্রথমে মনে করতেন, সমাজ বা দেশের জন্য কাজ করার আগে নিজের কর্মজীবন গড়ে তোলা উচিত। পরে প্রয়াগরাজে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের সময় তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়।

ভাগবতের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই কর্মী তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তিনি ত্রিবেণী সঙ্গমে নিজের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতীকীভাবে বিসর্জন দিয়েছেন। এরপর থেকে আগে সংগঠনের কাজ এবং পরে নিজের কর্মজীবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।এই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'এমন পরিবর্তন কোনও বক্তৃতার মাধ্যমে হয়নি। বহু মানুষের আচরণ ও আত্মনিবেদনের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, সেটাই এই পরিবর্তনের কারণ।'

নিজের বক্তব্যে লক্ষ্যপূরণে দৃঢ় সংকল্পের গুরুত্বও তুলে ধরেন আরএসএস প্রধান। তিনি বলেন, অনেক সময় অসম্ভব বলে মনে হওয়া কাজও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকলে সম্ভব হয়।তিনি বলেন, 'একসময় কেউ ভাবেনি রাম মন্দির নির্মিত হবে, কিন্তু হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় অনেকেই মনে করেছিলেন দেশে গণতন্ত্র শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু জরুরি অবস্থা উঠে যায়। আবার অনেকে ভাবেননি ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হবে, কিন্তু সেটিও হয়েছে।'

বক্তব্যের শেষে তিনি সকলকে জীবনের লক্ষ্য পূরণে অটল থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মানুষের মনে এই সংকল্প থাকা উচিত যা-ই হোক, আমাকে এই কাজটি করতেই হবে; এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য।'

হুল দিবসে সিধো-কানহু ও সাঁওতাল হুলের শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩০ জুন : হুল দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার সাঁওতাল স্বাধীনতা সংগ্রামের কিংবদন্তি নেতা সিধো মুর্মু ও কানহু মুর্মুসহ সাঁওতাল হুলের সকল শহিদকে শ্রদ্ধা জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং আজও দেশবাসীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাঁওতাল হুল দেশের অত্যাচারবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে অমর স্থান অধিকার করে আছে এবং সাহস, আত্মত্যাগ ও দৃঢ় সংকল্পের বার্তা দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লেখেন, 'হুল দিবসে সিধো-কানহু এবং সাঁওতাল হুলের সকল বীর যোদ্ধাকে জানাই অসংখ্য প্রণাম। জল, জঙ্গল ও জমি রক্ষার পাশাপাশি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন দিশা দেখিয়েছিল। তাঁদের আত্মত্যাগ ও শহিদি চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।'

প্রতি বছর ৩০ জুন পালিত হয় হুল দিবস। ১৮৫৫ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং জমিদারি ব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে সিধো ও কানহু মুর্মুর নেতৃত্বে সংঘটিত ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে এই দিনটি পালন করা হয়।

''সাঁওতাল হুল'' নামে পরিচিত এই বিদ্রোহকে ভারতের ব্রিটিশবিরোধী প্রথম সংগঠিত আদিবাসী আন্দোলনগুলির অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমান ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার সাঁওতাল এতে অংশ নেন। তাঁদের দাবি ছিল জমি, বন ও ঐতিহ্যগত অধিকার রক্ষা এবং অর্থনৈতিক শোষণ, জোরপূর্বক রাজস্ব আদায় ও ঔপনিবেশিক অত্যাচারের অবসান।

যদিও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়, তবুও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। ইতিহাসবিদদের মতে, এই আন্দোলন পরবর্তী বহু ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে সামনে নিয়ে আসে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সিধো, কানহু এবং অসংখ্য সাঁওতাল বীরের সাহস, দৃঢ়তা ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ আজও দেশবাসীকে ন্যায়, সমতা, দেশপ্রেম এবং জাতীয় গৌরবের আদর্শ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে।

২০২৩ সালের রামনবমী হিংসা মামলায় তৃণমূল কাউন্সিলর শাকির আলিকে গ্রেফতার করল এনআইএ

কলকাতা, ৩০ জুন (আইএএনএস): ২০২৩ সালের রামনবমী শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে হুগলির রিষড়ায় সংঘটিত হিংসার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর শাকির আলিকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। তিনি প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার-এর স্বামী।এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে হুগলির রিষড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনায় একটি মামলা দায়ের হয়। পরে সেই মামলার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সেই মামলার তদন্তে মঙ্গলবার রিষড়ায় নিজের বাড়ি থেকে শাকির আলিকে গ্রেফতার করে এনআইএ। তিনি রিষড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর।

এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফ-কে সঙ্গে নিয়ে এনআইএ আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালান। সেই সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন। এনআইএ পৌঁছনোর পর বাড়ির বাইরে ভিড় জমে যায়। কিছুক্ষণ পরই তাঁর গ্রেফতারের খবর প্রকাশ্যে আসে।রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে রিষড়ার হিংসার ঘটনায় শাকির আলির বিরুদ্ধে আগে থেকেই অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। তাদের দাবি ছিল, তাঁর প্ররোচনাতেই ওই হিংসার ঘটনা ঘটেছিল।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস অপরূপা পোদ্দারকে প্রার্থী করেনি। সেই সিদ্ধান্তে প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, বিপুল অর্থ না থাকায় তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি। যদিও তিনি জানিয়েছিলেন, সাধারণ কর্মী হিসেবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসে কাজ চালিয়ে যাবেন। অন্যদিকে, শাকির আলি দীর্ঘদিনের তৃণমূল কাউন্সিলর।এদিকে, পৃথক একটি ঘটনায় মঙ্গলবার শ্রীরামপুর থানার পুলিশ পিয়ারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রভাবশালী সদস্য সুদর্শন বারকে গ্রেফতার করেছে। তিনি শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী-র ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘর ও বাগানের পোকা-মুক্ত রাখবেন কীভাবে

রাসায়নিক বিষ নয়, বরং ঘরোয়া উপায়েই তাড়ান মশা, মাছি কিংবা পিঁপড়ে। নিম তেল থেকে শুরু করে এসেনশিয়াল অয়েলপোকামাকড় মুক্ত ঘর ও বাগান পেতে মেনে চলুন এই সহজ টিপসগুলি।

বাড়ির কোণ কিংবা সাধের বাগানঅবাঞ্ছিত পোকামাকড় প্রত্যেকেরই মাথাব্যথার কারণ। বাজারচলতি কড়া রাসায়নিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তাই বেছে নেওয়া জরুরি নিরাপদ পথ। ঘরোয়া কিছু কৌশলে খুব সহজেই এই সমস্যা থেকে স্থায়ী মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

নিম তেল কীটপতঙ্গ তাড়াতে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি রুখতে ভীষণ কার্যকরী। মাইটস, এফিডস বা সাদা মাছি তাড়াতে জলের সঙ্গে সামান্য নিম তেল মিশিয়ে স্প্রে করুন। নিয়মিত ব্যবহারে আপনার বাগানের গাছপালা থাকবে সতেজ এবং সম্পূর্ণ কীটপতঙ্গ মুক্ত।

ঘর এবং বাগান পরিষ্কার রাখলে পোকামাকড় আসার সুযোগ অনেক কমে যায়। আবর্জনা সবসময় ঢাকা পাত্রে রাখুন এবং বাড়ির আনাচ-কানাচ শুকনো রাখার চেষ্টা করুন। বাগানের শুকনো পাতা বা পচা ডাল সরিয়ে ফেললে সেখানে আর পোকা বাসা বাঁধতে পারবে না।

পিঁপড়ে বা মাছি তাড়াতে ভিনিগারের কোনও বিকল্প নেই। সমপরিমাণ জল ও সাদা ভিনিগার মিশিয়ে রান্নাঘর এবং জানলার ধারে স্প্রে করে দিন। ভিনিগারের তীব্র গন্ধ পোকামাকড়কে বিভ্রান্ত করে এবং তাদের ঘরের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। আপনার বারান্দা বা জানলার ধারের টবে পুদিনা, ল্যাভেন্ডার কিংবা তুলসী গাছ লাগান। এই গাছগুলোর প্রাকৃতিক সুগন্ধ মশামাছি এবং অন্যান্য পোকাকে দূরে রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এতে যেমন বাগান সুন্দর দেখাবে, তেমনই রান্নায় ব্যবহার করার জন্য টাটকা ভেষজও মিলবে। তেলাপোকার উপদ্রব কমাতে চিনি ও বেকিং সোডার মিশ্রণ ব্যবহার করে দেখুন। চিনির লোভে পোকা কাছে আসবে এবং বেকিং সোডার সংস্পর্শে এলেই তারা মারা যাবে। ঘরের যেসব জায়গায় তেলাপোকার আনাগোনা বেশি, সেখানে এই মিশ্রণটি ছড়িয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যায়।

অধিকাংশ পোকামাকড় দেওয়ালের ফাটল বা দরজার তলার সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরকে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত রাখতে এই সমস্ত ছোট গর্ত বা ফাটল সিল করে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবেশপথ বন্ধ থাকলে ঘরোয়া প্রতিকারগুলি আরও ভালো ফলাফল দিতে শুরু করে।

পেপারমিন্ট, টি-ট্রি বা ইউক্যালিপটাস অয়েলের কয়েক ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে হিসেবে ব্যবহার করুন। এটি কেবল ঘরকে পোকামাকড় মুক্তই রাখবে না, বরং একটি চমৎকার রিফ্রেশিং সুগন্ধও ছড়িয়ে দেবে। রাসায়নিক স্প্রে-র বদলে এটি একটি স্বাস্থ্যকর এবং আধুনিক বিকল্প।

গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে সহজে বের করার অন্য ৩ ঘরোয়া টোটকা

'মাছে-ভাতে বাঙালি'র পাতে এক টুকরো মাছ না থাকলে যেন খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু ইলিশ, রুই বা পাবদা মাছের স্বাদ যতই খোলতাই হোক না কেন, খাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত গলায় কাঁটা ফোটেনি, এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া বিরল। গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে যে অস্বস্তি ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা থেকে দ্রুত মুক্তি পেতে অনেকেই প্যানিক বা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে, বাড়িতে থাকা সাধারণ কিছু উপাদানের সাহায্যেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। জেনে নিন গলায় বিঁধে থাকা কাঁটা সহজে বের করার ৩ টি অব্যর্থ ঘরোয়া টোটকা।

গলায় কাঁটা বিঁধলে এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্কস বা কোকাকোলা বেশ ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে। কোল্ড ড্রিঙ্কসে থাকা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস গলার নরম কাঁটাটিকে গলিয়ে বা নরম করে দিতে সাহায্য করে। ফলে কাঁটাটি সহজেই গলা থেকে নেমে যায়। লেবুর রসে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড কাঁটা নরম করতে অত্যন্ত কার্যকরী। গলায় কাঁটা ফুটলে একটি পাতিলেবুর রসের সঙ্গে সামান্য নুন মিশিয়ে জল ছাড়া অল্প অল্প করে খেতে থাকুন। লেবুর রসের অম্লতা কাঁটার ধারালো ভাব কমিয়ে দেয় এবং সেটিকে নরম করে গলিয়ে দেয়। যদি বাড়িতে অলিভ অয়েল থাকে, তবে এক চামচ তেল খেয়ে নিতে পারেন। তেল গলাকে পিচ্ছিল করে তোলে, যার ফলে আটকে থাকা কাঁটা পিছলে পেটে চলে যায়। অলিভ অয়েল না থাকলে, এক গ্লাস জলে দু-চামচ ভিনিগার মিশিয়ে খেলে লেবুর রসের মতোই সমান উপকার পাওয়া যায়। সাধারণ এবং ছোটখাটো কাঁটা এই ঘরোয়া উপায়গুলিতে সহজেই নেমে যায়। তবে যদি দীর্ঘক্ষণ ধরে তীব্র যন্ত্রণা হয়, থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরোয় বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দেয়, তবে আর দেরি না করে অবিলম্বে একজন ইএনটি বা নাক- কান-গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

গ্রিক ইয়োগার্ট এবং সাধারণ টক দইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী

গ্রিক ইয়োগার্ট এবং আমাদের ঘরের পাতা সাধারণ টক দই দেখতে একই রকম হলেও এদের মধ্যে রয়েছে বড়সড় তফাত। দুটোই ব্যাকটেরিয়া ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে দুধ থেকে তৈরি হলেও এদের টেক্সচার, পুষ্টিগুণ এবং প্রস্তুত প্রণালী সম্পূর্ণ আলাদা। আপনার রোজকার ডায়েটে কোনটিকে রাখবেন তা ঠিক করতে এই দুটির আসল পার্থক্য বুঝে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। দুধ ফুটিয়ে হালকা ঠান্ডা করে তাতে আগের দইয়ের সাজা বা সামান্য অল্প উপাদান মিশিয়ে সাধারণ টক দই পাতা হয়ে থাকে। অন্যদিকে সাধারণ দই তৈরি করার পর তা থেকে সুতি বা মসলিন কাপড়ে ছেঁকে অতিরিক্ত জল বা "হুই" অংশটি পুরোপুরি বের করে দিয়ে তৈরি হয় গ্রিক ইয়োগার্ট। এই জল ছেঁকে ফেলার বিশেষ পদ্ধতির কারণেই গ্রিক ইয়োগার্ট সাধারণ দইয়ের চেয়ে অনেক বেশি ঘন ও ক্রিমযুক্ত দেখায়।

সাধারণ টক দইয়ের টেক্সচার বেশ নরম, হালকা এবং কিছুটা তরল প্রকৃতির হয়ে থাকে, যার স্বাদ মৃদু টক। কিন্তু একাধিকবার জল ছেঁকে নেওয়ার কারণে গ্রিক ইয়োগার্ট অত্যন্ত ঘন, মসৃণ এবং রিচ টেক্সচারের হয়। জলীয় অংশ চলে যাওয়ায় গ্রিক ইয়োগার্টের স্বাদেও টক ভাবটা সাধারণ টক দইয়ের তুলনায় অনেক বেশি ও কড়া অনুভূত হয়।

ফিটনেস বা শরীরচর্চার দুনিয়ায় গ্রিক ইয়োগার্টের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া কারণ এতে সাধারণ দইয়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ প্রোটিন থাকে। জল ছেঁকে ফেলার প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের ঘনত্ব অনেক বেড়ে যায়, যা পেশি গঠনে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তাই যাঁরা হাই-প্রোটিন ডায়েট খুঁজছেন, তাঁদের জন্য গ্রিক ইয়োগার্ট একটি আদর্শ বিকল্প হতে পারে।

পুষ্টিগুণের নিরিখে বিচার করলে সাধারণ টক দইয়ে কার্বোহাইড্রেট এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণ গ্রিক ইয়োগার্টের চেয়ে কিছুটা বেশি পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে, গ্রিক ইয়োগার্ট যদি ফুল-ফ্যাট দুধ থেকে তৈরি হয়, তবে তাতে ফ্যাটের পরিমাণ সামান্য বেশি হতে পারে। সাধারণ দই লো-ফ্যাট দুধে তৈরি করলে তা শরীরে কম ক্যালোরি সরবরাহ করতে দারুণ সাহায্য করে।

আমাদের অন্ত্র বা পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং হজমশক্তি বাড়াতে দুটি খাবারই সমান কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কারণ গ্রিক ইয়োগার্ট এবং টক দই, উভয় উপাদানের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ভালো ব্যাকটেরিয়া বা প্রোবায়োটিক মজুত থাকে। তবে বাড়িতে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে পাতা টক দই পেট ঠান্ডা রাখতে এবং রোজকার হজমের সমস্যায় সবচেয়ে ভালো কাজ দেয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গ্রিক ইয়োগার্টকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় কারণ এর উচ্চ প্রোটিন দীর্ঘক্ষণ খিদে নিয়ন্ত্রণে রেখে আজেবাজে স্ন্যাক্স খাওয়ার প্রবণতা কমায়। তবে সাধারণ টক দইও কিন্তু ওজন কমানোর জার্নিতে কম যায় না, বিশেষ করে যদি তা স্কিমড মিল্ক দিয়ে তৈরি হয়। কম খরচে ডায়েটে বৈচিত্র্য আনতে সাধারণ টক দইয়ের জুড়ি মেলা ভার।

আমাদের ভারতীয় রান্নায় রায়তা, ঘোল বা মাংস ম্যারিনেট করার জন্য সাধারণ টক দই এক অপরিহার্য উপাদান। অপরপক্ষে গ্রিক ইয়োগার্ট মূলত স্মুদি, ব্রেকফাস্ট বোল, স্যালাড ড্রেসিং কিংবা মেয়োনিজ ও ক্রিমের স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই আপনার বাজেট, রান্নার ধরণ এবং প্রোটিনের প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করেই সঠিক বিকল্পটি বেছে নেওয়া উচিত।

জানেন আঁশফল খেলে শরীরে কী কী ঘটে ?

লিচুর মতো কিছুটা দেখতে হলেও পুষ্টির দিক থেকে এটি আলাদা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ফলের আসল বাংলা নাম হল আঁশফল। সম্প্রতি স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের মধ্যে মিষ্টি ও রসালো স্বাদের এই ফল নিয়ে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। আঁশফলের বাইরের খোসাটি হালকা বাদামি রঙের হয়ে থাকে। এর ভেতরে থাকে সাদা ও রসালো শাঁস এবং মাঝখানে একটি চকচকে কালো বীজ। প্রায় ৭২ শতাংশ জল থাকায় গরমের দিনে শরীরের জলের ঘাটতি মেটাতে এটি দারুণ কাজ করে। লিচুর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে ১০০ গ্রাম লিচুতে শর্করার পরিমাণ ১৫ গ্রাম হলেও আঁশফলে তা মাত্র ১২ গ্রাম। এছাড়া আঁশফলে ভিটামিন সি এবং পটাশিয়ামের মাত্রাও লিচুর তুলনায় অনেকটাই বেশি থাকে। তবে লিচুর মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ আঁশফলের চেয়ে কিছুটা বেশি পাওয়া যায়। আঁশফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এর শক্তিশালী উপাদানগুলো শরীরের কোষকে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদানের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ফলে নানাবিধ মরসুমি রোগের হাত থেকে সহজেই বাঁচা সম্ভব হয়।

এই ফলে থাকা প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট শরীরের ভেতর তৈরি হওয়া ক্ষতিকর মুক্ত অণু বা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের প্রভাব কমায়। এটি দীর্ঘ মেয়াদে শরীরের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবং বার্ধক্য রুখতে সাহায্য করে। নিয়মিত পরিমিত অঁশফল খেলে শরীর ভেতর থেকে সতেজ থাকে। ত্বকের স্বাভাবিক জেল্লা ধরে রাখতে এবং কোলাজেন উৎপাদনে আঁশফলের জুড়ি মেলা ভার। এতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের চামড়া কুঁচকে যাওয়া রোধ করে এবং ত্বককে টানটান রাখে। গরমের ক্লান্তি দূর করে শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তির জোগান দিতেও এটি সমান কার্যকরী। স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে এবং মস্তিষ্কের স্নায়বিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে এই ফল প্রাচীন কাল থেকেই চিনে টনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি মানসিক উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যতে অ্যালঝাইমার্সের মতো জটিল রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয় বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে। উপকারী হলেও অতিরিক্ত আঁশফল খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা ও ক্যালোরি বাড়তে পারে। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের এটি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত। সাধারণ মানুষ এটি সরাসরি খাওয়ার পাশাপাশি ফলের স্যালাড কিংবা স্মুদিতে মিশিয়েও অনায়াসে উপভোগ করতে পারেন।

পুষ্টিকর পনির ফ্রাইড রাইস

রাতের খাবারে প্রতিদিন একঘেয়ে রুটি বা তরকারি খেতে ভালো না লাগলে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন পুষ্টিকর পনির ফ্রাইড রাইস। এক পাত্রেই তৈরি হওয়া এই রান্না যেমন সুস্বাদু, তেমনই এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস। সাধারণ তেলের বদলে খাঁটি দেশি ঘিয়ে তৈরি এই পদটি আপনি চাইলে পরদিন অফিসের লাঞ্চ বক্সের জন্যও প্যাক করতে পারেন। এই সুস্বাদু ফ্রাইড রাইস তৈরি করতে আপনার লাগবে ১ কাপ চাল, ৫ টেবিল চামচ দেশি ঘি এবং ২৫০ গ্রাম চৌকো করে কাটা পনির। এর সঙ্গে স্বাদমতো নুন, ১টি পেঁয়াজ কুচি, ১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ সোয়া সস এবং ২ টেবিল চামচ ভিনিগার গুছিয়ে রাখুন। রান্নার স্বাদ ও পুষ্টি বাড়াতে লাল, হলুদ ও সবুজ ক্যাপসিকাম, গাজর, সেদ্ধ কর্ন, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, স্প্রিং অনিয়ন এবং ধনেপাতা কুচি ব্যবহার করতে হবে।

রান্নার প্রথম ধাপে চাল ভালো করে ধুয়ে নিয়ে দেড় কাপ জল দিয়ে প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করে নিতে হবে। কুকারের প্রেসার নিজে থেকে কমতে দিন এবং ঢাকনা খুলে একটি ছড়ানো পাত্রে ঘি মাখিয়ে ভাতটি ঢেলে রাখুন। ভাত ঘরের তাপমাত্রায় পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেলে তবেই ফ্রাইড রাইস ঝরঝরে ও সুন্দর হবে। এবার মূল রান্না শুরু করার জন্য গ্যাসের ওপর একটি বড় কড়াই ভালো করে গরম করে নিন। কড়াই গরম হয়ে এলে তাতে পরিমাণমতো দেশি ঘি দিয়ে হালকা আঁচে গরম হতে দিতে হবে। ঘি পুরোপুরি গলে গরম হয়ে এলে তাতে সুন্দর সুগন্ধ বেরোতে শুরু করবে। গরম ঘিয়ে প্রথমে কুচানো রসুন, আদা এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করুন যাতে কাঁচা গন্ধ চলে যায়। উপাদানগুলো একটু ভাজা হতেই কড়াইয়ে কুচানো পেঁয়াজ দিয়ে মাঝারি আঁচে ঠিক ১ মিনিট মতো সাঁতলে নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন পেঁয়াজ যেন খুব বেশি লালচে বা নরম না হয়ে যায়। এরপর কড়াইয়ে আগে থেকে কেটে রাখা রঙিন ক্যাপসিকাম, গাজর কুচি এবং সেদ্ধ করে রাখা কর্ন যোগ করুন। সবজিগুলো মাঝারি থেকে উচ্চ অঁচে ৩ থেকে ৪ মিনিট ভালো করে রান্না করে নিতে হবে। রান্নার সময়ে খেয়াল রাখবেন সবজিগুলো যেন একদম গলে না যায়, এগুলোর মুচমুচে বা ক্রাঞ্চি ভাব বজায় থাকা জরুরি।

সবজি ভাজা হয়ে এলে তাতে পরিমাণমতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, সোয়া সস এবং সাদা ভিনেগার দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে নিন। এবার কড়াইয়ে কেটে রাখা পনিরের টুকরোগুলো দিয়ে সমস্ত সবজি ও সসের সঙ্গে আলতো করে মিশিয়ে দিতে হবে। পনির দেওয়ার পর খুব বেশি জোরে নাড়াচাড়া করবেন না, কারণ এতে পনিরের টুকরোগুলো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শেষ ধাপে আগে থেকে ঠান্ডা করে রাখা সেদ্ধ ভাত কড়াইয়ে দিয়ে সব উপকরণের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে আরও ২ থেকে ৪ মিনিট পুরো মিশ্রণটি রান্না করে নিলেই তৈরি আপনার সাধের পদ। উপর থেকে কুচানো স্প্রিং অনিয়ন এবং তাজা ধনেপাতা ছড়িয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন চমৎকার স্বাদের দেশি ঘি পনির ফ্রাইড রাইস।

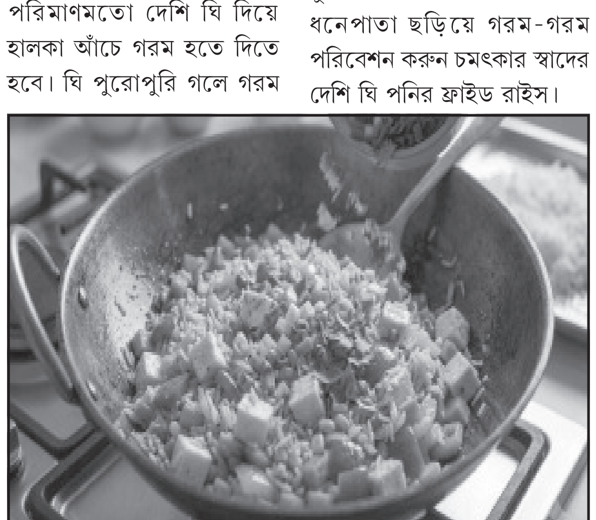

বর্ষায় জামার দুর্গন্ধ কীভাবে দূর করবেন

বর্ষার মরশুমে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে কাচা কাপড় সহজে শুকোতে চায় না। দীর্ঘক্ষণ ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় থাকার ফলে কাপড়ের তন্তুর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস বা ছত্রাক খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। মূলত এই অণুজীবগুলির কারণেই বর্ষাকালে শুকনো কাপড় থেকে এক ধরণের তীব্র ভ্যাপসা এবং দুর্গন্ধ তৈরি হয়। কাপড় কাচার পদ্ধতিতে সামান্য কিছু বদল আনলেই এই সমস্যার হাত থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। বালতিতে জল নিয়ে ডিটারজেন্টের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা মিশিয়ে কাপড় ভিজিয়ে রাখলে তা দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। এছাড়া কাপড় কাচার পর শেষবার ধোয়ার জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস বা ভিনেগার মিশিয়ে নিলে ভ্যাপসা গন্ধ নিমেষেই উধাও হয়ে যায়।

বর্ষার দিনে ওয়াশিং মেশিনে অতিরিক্ত কাপড় একসঙ্গে গাদাগাদি করে কাচার অভ্যাস বন্ধ করা জরুরি। কাপড় বেশি হলে জল এবং ডিটারজেন্ট সমস্ত পোশাকের তন্তুর গভীরে ঠিকমতো পৌঁছাতে পারে না, যার ফলে ময়লা ও জীবাণু থেকে যায়। মেশিনের "স্পিন ড্রায়ার" সাইকেলটি অন্তত দু'বার চালিয়ে নিলে কাপড় থেকে অতিরিক্ত জল অনেকটাই নিংড়ে বের হয়ে যায়। ঘরের ভেতর দড়ি টাঙিয়ে কাপড় শুকানোর সময় ঘরের হাওয়া চলাচলের বা এয়ার সার্কুলেশনের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যে ঘরে কাপড় মেলা হয়েছে, সেখানে সিলিং ফ্যান চালিয়ে রাখলে কিংবা পেডেস্টাল ফ্যান অন করে দিলে কাপড় দ্রুত শুকায়। সম্ভব হলে ঘরের একটি নির্দিষ্ট অংশে কাপড় মেলে দিয়ে সেখানে একটি ডিহিউমিডিফায়ার ব্যবহার করলে বাতাসের অতিরিক্ত আর্দতা কমে যায়। কাপড় সামান্য ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে থাকা অবস্থায় কোনওভাবেই তা ভাঁজ করে আলমারিতে তুলে রাখা উচিত নয়। একটুও আর্দতা থেকে গেলে তা পুরো আলমারির অন্যান্য শুকনো কাপড়ের মধ্যেও ছত্রাকের সংক্রমণ ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিতে পারে। কাপড় ঘরের পাখার হাওয়ায় পুরোপুরি শুকিয়ে নেওয়ার পর সম্ভব হলে হালকা ইস্ত্রি বা আয়রন করে তবেই আলমারিতে রাখা ভালো।

বর্ষাকালে কাপড়ের পাশাপাশি আলমারি বা ওয়ারড্রোবের ভেতরের পরিবেশ শুকনো ও ফ্রেশ রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আলমারির তাকে খবরের কাগজ পেতে রাখলে তা ভেতরের অতিরিক্ত আর্দতা বা ময়েশচার নিজে চুষে নিতে সাহায্য করে। এছাড়া আলমারির কোণায় কোণায় চকের টুকরো বা সিলিকা জেলের ছোট পাউচ রেখে দিলেও তা বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শুষে নেয়।

পোশাকের সুগন্ধ ধরে রাখতে এবং ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করতে আলমারির ভেতর শুকনো নিমপাতা বা ন্যাপথলিন ব্যবহার করা যেতে পারে। ন্যাপথলিনের তীব্র গন্ধ পছন্দ না হলে কাপড়ের খাঁজে খাঁজে ছোট কাপড়ের পুটলিতে লবঙ্গ, দারুচিনি বা কর্পূর রেখে দেওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলি আলমারির স্যাঁতসেঁতে ভাব কাটানোর পাশাপাশি একটি সুন্দর সুবাস বজায় রাখে।

বর্ষার দিনে একটানা অনেকদিন আলমারি বন্ধ করে রেখে দিলে ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই সপ্তাহে অন্তত একদিন বা দু''দিন কিছু সময়ের জন্য আলমারির দরজা খুলে হাওয়া খাওয়াতে হবে। কাপড়ের নিজস্ব সতেজতা বজায় রাখতে এবং ফাঙ্গাস মুক্ত রাখতে মাঝে মাঝে আলমারির জামাকাপড় একটু উল্টেপাল্টে দেওয়া প্রয়োজন।

বিকেল হলেই ফুচকা ফাস্ট ফুডের খিদে পায়

পেট একদম ভরা থাকলেও বিকেল হলেই কেন যেন তেলেভাজা বা ফুচকা খাওয়ার জন্য মন ছটফট করে ওঠে? ডায়েটের বারোটা বাজিয়ে এই মুখরোচক খাবার খাওয়ার তীব্র ইচ্ছে কিন্তু কোনও সাধারণ বিষয় নয়। মেপে খাওয়ার সব কথা ভুলে মন তখন শুধু চিপস, মিষ্টি কিংবা জিলিপির খোঁজ করতে শুরু করে আপনারও? আসলে আমাদের খিদে মূলত দুই রকমের হয় যার একটি হল আসল খিদে আর অন্যটি হল মনের খিদে। শরীরের শক্তির প্রয়োজনে পেট খালি থাকলে মস্তিষ্ক যে সঙ্কেত দেয়, তা হল আসল খিদে। তবে পেট পুরোদস্তুর ভরা থাকলেও মনকে আনন্দ দিতে যে খিদে চাগাড় দেয়, তাকেই বলে মনের খিদে।

এই মনের খিদের টানেই আমরা যখনই কোনও মুখরোচক খাবার খাই, তখন মস্তিষ্কের খুশির কেন্দ্রটি জেগে ওঠে। এর ফলে শরীরে ঝটপট ডোপামিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায় যা আমাদের মুহূর্তে এক দারুণ ভালো লাগার অনুভূতি দেয়। এই অনুভূতির টান এতটাই জোরালো যে পেট ভরা থাকলেও মস্তিষ্ক সেই সঙ্কেতকে পাত্তাই দিতে চায় না।

বিকেলের দিকে এই হালকা খিদের দাপট বাড়ার পেছনে বৈজ্ঞানিক কারণ হিসেবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়াকে দায়ী করা হয়। দুপুরের ভারী খাবার সম্পূর্ণ হজম হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই শরীরের শক্তির স্তর কিছুটা নেমে যায়। শরীর তখন এমন কিছু খোঁজে যা খুব দ্রুত এবং সহজে প্রচুর শক্তির জোগান দিতে পারবে।

সকাল থেকে টানা খাটুনির পর বিকেল হতেই ক্লান্ত মস্তিষ্ক একটু আরাম এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্তি খোঁজে। মুখরোচক খাবার খেলে মস্তিষ্কে ফিল-গুড হরমোন বাড়ে যা সাময়িকভাবে সমস্ত ক্লান্তি দূর করে মন ভালো করে দেয়। এর সঙ্গে ছোটবেলা থেকে বিকেলে জলখাবার খাওয়ার পুরনো অভ্যাসও এই লোভ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানের ভাষায় আরও একটি চমৎকার কারণ রয়েছে যাকে বলা হয় নির্দিষ্ট স্বাদের তৃপ্তি। দুপুরে হয়তো আপনি জমিয়ে মাছ-ভাত খেয়েছেন যার ফলে ওই নোনতা স্বাদের প্রতি আপনার মন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিকেল হতেই আপনার মস্তিষ্ক নতুন কোনও মিষ্টি, টক কিংবা ঝাল স্বাদের জন্য পেটের ভেতর এক অদ্ভুত ফাঁকা জায়গা তৈরি করে নেয়। এই অস্বাস্থ্যকর জিভের টান বা ক্রেভিং আটকাতে বিকেল হওয়ার আগেই কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ৪টে নাগাদ অল্প চিনেবাদাম, আখরোট, খেজুর, ছোলা সেদ্ধ কিংবা কিছুটা টকদই খেয়ে নিলে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে। এগুলো শরীরে ভালো হরমোন তৈরি করতে সাহায্য করে যার ফলে উল্টোপাল্টা ভাজাভুজি খাওয়ার ইচ্ছেটা গোড়াতেই চলে যায়।

অনেক সময় শরীরে জলের ঘাটতি হলেও খিদের মিথ্যে অনুভূতি তৈরি হয় তাই বিকেলের দিকে এক গ্লাস জল খাওয়া অভ্যাস করুন। এছাড়া গ্রিন টি খেলে তা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে মন শান্ত রাখে এবং আজেবাজে খাওয়ার ইচ্ছে কমায়। চটজলদি খিদে মেটাতে লেবুর রস আর জিরে গুঁড়ো দিয়ে এক গ্লাস ছাতুর শরবত খেলে তার ফাইবার ও প্রোটিন ক্রেভিংকে একদম নিয়ন্ত্রণে রাখে।

মোহনপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বহিরাগতকে সরকারি কম্পিউটার ও অফিসকক্ষ ব্যবহারের অভিযোগ, উঠছে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ৩০ জুন: মোহনপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এক বহিরাগত ব্যক্তির সরকারি কম্পিউটার ও অফিস কক্ষ ব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মহকুমা শাসকের দপ্তরের পিএ ও পিএস শাখায় এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনিক নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগ, ওই সময় সংশ্লিষ্ট শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন না। সেই সুযোগে এক ব্যক্তি সরকারি চেয়ার-টেবিল ও কম্পিউটার ব্যবহার করছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি সরকারি কর্মচারী নন; বরং তিনি নিজেকে একজন আইনজীবী হিসেবে পরিচয় দেন এবং মহকুমা শাসকের পিএ-র স্বামী বলে দাবি করা হচ্ছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের ক্যামেরায় ধরা পড়লে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি সরকারি কম্পিউটার ব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে ১০৭ ধারার একটি মামলার নথিপত্র সংক্রান্ত কাজ করছিলেন। তিনি আরও দাবি করেন, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই সেখানে কাজ করছেন। তবে এই অনুমতির বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে একজন বহিরাগত ব্যক্তি মহকুমা শাসকের দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ শাখায় প্রবেশ করে সরকারি কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগে নাগরিকদের বিভিন্ন সংবেদনশীল নথি, আধার, পিআরটিসি-সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকে। ফলে তথ্যের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক বিধি মেনে চলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়দের একাংশ।

তবে অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। বিষয়টি নিয়ে মহকুমা প্রশাসনের বক্তব্যের অপেক্ষায় রয়েছে সকলেই।

বোধজংনগরে ধ্বংস প্রায় ৯ কোটি টাকার মাদক, পুলিশের অভিযানে বড় সাফল্য

আগরতলা, ৩০ জুন: মাদকবিরোধী অভিযানে বড় পদক্ষেপ হিসেবে প্রায় ৯ কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্য ধ্বংস করল ত্রিপুরা পুলিশ। রাজ্যস্তরের ড্রাগ ডিসপোজাল কমিটি-র তত্ত্বাবধানে বোধজংনগর শিল্পাঞ্চলে ৪৫১টি ফৌজদারি মামলায় জব্দ হওয়া বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে ধ্বংস করা হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যস্তরের ড্রাগ ডিসপোজাল কমিটির চেয়ারম্যান ও পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইন-শৃঙ্খলা) মঞ্চক ইপ্পার, আইপিএস, সাইবার ক্রাইমের পুলিশ সুপার নবদ্বীপ জমাতিয়া, আইপিএস এবং অ্যান্টি-নারকোটিক্স শাখার পুলিশ সুপার পিয়ামাধুরী মজুমদার।

ধ্বংস করা মাদকের মধ্যে ছিল, ১০,৯৩২.২৩ কেজি গাঁজা, ৪০,৯৭৮ বোতল কফ সিরাপ, ১,৭৬,৪৪১টি সাইকোট্রপিক ট্যাবলেট, ১,৮৮৯.৫৭ গ্রাম হেরোইন। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী, ধ্বংস করা মাদকদ্রব্যের আনুমানিক বাজারমূল্য ৮ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৮৭৮ টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নির্ধারিত আইনগত বিধি অনুসরণ করেই সম্পন্ন হয়েছে।

তবে এত বড় পরিমাণ মাদক ধ্বংসের পরও রাজ্যে অবৈধ গাঁজা চাষ এবং মাদক সরবরাহ চক্র সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিভিন্ন মহল। সমালোচকদের দাবি, নিয়মিত মাদক জব্দ ও ধ্বংসের খবর সামনে এলেও অবৈধ গাঁজা চাষ বন্ধে প্রত্যাশিত সাফল্য এখনও মিলছে না।

অভিযোগ রয়েছে, অনেক সময় অবৈধ গাঁজার ক্ষেত ধ্বংস করতে গেলে পুলিশকে স্থানীয় কিছু গোষ্ঠীর বাধা ও হামলার মুখে পড়তে হয়। পাশাপাশি, এই ধরনের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে রাজনৈতিক প্রভাবও কখনও কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বিপুল পরিমাণ মাদক ধ্বংস আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয়তার প্রমাণ হলেও, মাদকের উৎপাদন, পাচারচক্র এবং আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ও কঠোর অভিযান চালানোই রাজ্যের মাদকবিরোধী লড়াইকে দীর্ঘমেয়াদে সফল করতে পারে।

বেহাল সড়কে নাজেহাল জনজীবন, সরকারি উদ্যোগ না মেলায় নিজের অর্থে রাস্তার গর্ত ভরাট করলেন ই-রিকশা চালক

আগরতলা, ৩০ জুন : রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে নেতা-মন্ত্রীদের একের পর এক বক্তব্য ও দাবি শোনা গেলেও বাস্তব চিত্র যেন ভিন্ন কথা বলছে। কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায়---কুমারঘাট প্রধান সড়কের বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন অংশ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও যানবাহনের চালকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরে রাস্তার এই বেহাল অবস্থার কথা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হলেও এখন পর্যন্ত কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই সড়ক দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন পথচারী ও যানবাহন চালকরা।

এমন পরিস্থিতিতে সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন স্থানীয় ই-রিকশা চালক জয়দ্বীপ ঘোষ। তিনি নিজের অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে রাস্তার গর্তে মাটি ও খোয়া ফেলে সাময়িকভাবে চলাচলের উপযোগী করার উদ্যোগ নেন।

এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে প্রশংসার পাশাপাশি ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, একজন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ যদি নিজের অর্থ ব্যয় করে সরকারি রাস্তা মেরামত করতে বাধ্য হন, তাহলে উন্নয়নের দাবির বাস্তবতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে।স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত এই সড়কের স্থায়ী সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর। পাশাপাশি উন্নয়ন যেন শুধু বক্তৃতা বা প্রচারে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান হয়, সেই প্রত্যাশাই করেছেন এলাকাবাসী।

উত্তরাখণ্ডে মধ্যরাতেই বিলুপ্ত হচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ড, ১ জুলাই থেকে দায়িত্ব নেবে নতুন সংস্থা

দেহরাদুন, ৩০ জুন(আইএএনএস) : শিক্ষা নীতিতে বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটছে উত্তরাখণ্ড সরকার। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে রাজ্যের বর্তমান উত্তরাখণ্ড মাদ্রাসা বোর্ড বিলুপ্ত হতে চলেছে। তার পরিবর্তে ১ জুলাই, বুধবার থেকে কার্যক্রম শুরু করবে নবগঠিত উত্তরাখণ্ড স্টেট মাইনরিটি এডুকেশন অথরিটি।

এই পরিবর্তনের আগে উত্তরাখণ্ড সরকারের বিশেষ সচিব পরাগ মধুকর ঢাকাতে জানান, ১ জুলাই থেকে নতুন বিধি কার্যকর হবে। এর ফলে রাজ্যের সমস্ত সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুন কর্তৃপক্ষের আওতায় পরিচালিত হবে।

তিনি বলেন, বুধবার থেকেই নতুন কাঠামো অনুযায়ী সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম শুরু হবে এবং এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে আরও বেশি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুলাই মাস থেকে মাদ্রাসাগুলিকে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের পরিবর্তে উত্তরাখণ্ড বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

নতুন পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ আধুনিক বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি, এই নির্দেশিকা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে বন্ধ করে দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মহল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একাংশ স্বাগত জানিয়েছেন। উত্তরাখণ্ড ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শাদাব শামস বলেন, নতুন সংস্থা গঠনের ফলে মাদ্রাসা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা মূলধারার শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ পাবে এবং ভবিষ্যতের বভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও দক্ষ ও সক্ষম হয়ে উঠবে।

তিনি বলেন, ১ জুলাই থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে এবং তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে উত্তরাখণ্ড স্টেট মাইনরিটি এডুকেশন অথরিটি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছিল এবং মুসলিম শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পাঠ্যক্রম এতটাই পুরনো ও জটিল ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা কঠিন ছিল। নতুন ব্যবস্থার লক্ষ্য মাদ্রাসা শিক্ষায় আরও বেশি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং গুণগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

হেপাজতে

● প্রথম পাতার পর

তবে শিশুটির মা-বাবার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবে এই ঘটনায় শিশু বিক্রির অভিযোগের সত্যতা এবং সম্ভাব্য মানবপাচার বা অন্য কোনও অপরাধমূলক দিক রয়েছে কি না, তা তদন্ত শেষ হওয়ার পরই স্পষ্ট হবে। ঘটনাটি ঘিরে গোটা কাঞ্চনমালা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE/MCD/PWD(B)/2026-27, Dated: -06-2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(B), ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura invites online percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 03.00 PM on 06-07-2026 for the following works:-

1. DNIeT NO:- 16/EE/MCD/PWD(B)/2025-26.
2. DNIET NO:- 19/EE/MCD/PWD(B)/2026-27.
3. DNIeT NO:- 28/EE/MCD/PWD(B)/2026-27.
4. DNIeT NO:- 29/EE/MCD/PWD(B)/2026-27.
5. DNIeT NO:- 30/EE/MCD/PWD(B)/2026-27.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 8132889463 (M) // 9436460369 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-984/26

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(B)
ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
আগরতলা : ত্রিপুরা

২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বছর বাঁচাও পরীক্ষার Admit Card বিতরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়প্রধান, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বছর বাঁচাও পরীক্ষার Admit Card ২ জুলাই, ২০২৬ ইং (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫.৩০ পর্যন্ত পর্ষদ অফিস থেকে বিতরণ করা হবে। বিদ্যালয়প্রধান বা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধিকে Authorization Letter নিয়ে উক্ত তারিখে পর্ষদ অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের Admit Card ও Attendance Register সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICA/D-449/26

ড. জয়দীপ ভট্টাচার্য) সচিব,
ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

নীলাম বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামি ০৫-০৭-২০২৬ ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা হইতে ২ টা পর্যন্ত —ধলাই জেলার আমবাসা থানায় একটি Ashok Leyland 1212 AL (Container truck) মালবাহি গাড়ি যাহার নম্বর NL 02 - AA-0078 নীলাম হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগনকে উক্ত নীলামে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষরঃ-
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা,আমবাসা

ICA/D-451/26

ডিজিপি

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি ত্রিপুরা সাইবার নিরাপত্তা নীতি-২০২৫ কার্যকর করা হয়েছে এবং রাজ্য ডেটা সেন্টার ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সাইবার নিরাপত্তা এখন কেবল প্রযুক্তিগত বিষয় নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব। এ জন্য বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়, ঝুঁকি মূল্যায়ন, পুরনো প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ, নিরাপদ নকশাভিত্তিক ব্যবস্থা, জিরো-ট্রাস্ট আর্কিটেকচার এবং তথ্য সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।ডিজিপি জানান, গত চার বছরে ত্রিপুরায় সাইবার জালিয়াতির মাধ্যমে নাগরিকদের প্রায় ৮৩ কোটিরও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তবে দ্রুত পদক্ষেপের ফলে প্রায় ১৫.৪৩ কোটি টাকা ফ্রিজ করা সম্ভব হয়েছে এবং এর মধ্যে ১.২৩ কোটি ইতোমধ্যেই প্রতারিত ব্যক্তিদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতারণার শিকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযোগ জানানো হলে অর্থ উদ্ধারের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। দেরি হলে সেই সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের ধরনও বদলেছে। এখন তদন্তে প্রচলিত ভৌত প্রমাণের পরিবর্তে সার্ভার, সিম কার্ড, হ্যাক হওয়া অ্যাকাউন্ট, চুরি হওয়া পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্রমাণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফিশিং, অনলাইন আর্থিক প্রতারণা, তথ্য চুরি এবং জটিল সাইবার হামলা ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।জাতীয় পরিস্থিতির উল্লেখ করে ডিজিপি জানান, ২০২৩ সালে দেশে সাইবার আর্থিক প্রতারণায় ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৭,৪০০ কোটি। ২০২৪ সালে তা বেড়ে প্রায় ২২,৮০০ কোটিতে পৌঁছায়। আর ২০২৫ সালে রিপোর্ট হওয়া ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২২,৫০০ কোটি। তাঁর মতে, প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে, কারণ অনেক ভুক্তভোগী অভিযোগই দায়ের করেন না অথবা নির্দিষ্ট সাইবার প্ল্যাটফর্মের বদলে স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করেন।সাধারণ মানুষের উদ্দেশে ডিজিপি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সাইবার প্রতারণার শিকার হলে অবিলম্বে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল অথবা ১৯৩০ সাইবার হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ জানাতে হবে। এতে প্রতারণার অর্থ দ্রুত ফ্রিজ করার সম্ভাবনা বাড়ে।কর্মশালায় সরকারি দপ্তর ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা রাজ্যের বর্তমান সাইবার নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ঘাটতি চিহ্নিত করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য একাধিক সুপারিশ প্রণয়ন করেন। এসব সুপারিশ জাতীয় পর্যায়ে প্রণীতব্য সাইবার নিরাপত্তা কাঠামোর অংশ হিসেবে-এর কাছে পাঠানো হবে।রাজ্য সরকারের আশা, এই কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় হবে, সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী ডিজিটাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পড়ুয়াদের

● প্রথম পাতার পর

একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। তাদের বক্তব্য, ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্লাস বয়কট কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের আরও দাবি, যদি তদন্তে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে মিথ্যা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের মতে, ভিত্তিহীন অভিযোগের ফলে শুধু একজন শিক্ষকই নন, গোটা বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক ঝুনু রানী দেববর্মা বিদ্যালয়ে পৌঁছে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় বিধায়িকাও বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানা গেছে।এদিকে, অভিযোগের সত্যতা বা অসত্যতা সম্পর্কে এখনও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে তদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা স্পষ্ট হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

অসুস্থ শিশু, ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

শিশুরা সেই পানীয় পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বোতলগুলোর ভেতরের নষ্ট পানীয় থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের ভোগান্তি বাড়ছে।

এছাড়া কারখানায় ব্যবহৃত ভারী যন্ত্রের বিকট শব্দে এলাকায় তীব্র শব্দদূষণ সৃষ্টি হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, সারাদিন মেশিন চলার কারণে আশপাশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একেবারে পাশেই এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে চললেও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের আরও দাবি, বিষয়টি নিয়ে কারখানার মালিক বাসিদ আলীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি উল্টে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে প্রশাসন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পরিবেশ দূষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করুক এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
E-GOVERNANCE CELL
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)
Phone : 0381-2385507

F. No-1(141)/D.E.T/e-Gov/AMC/2025/3275-79 Date:30/06/2026

Press Notice Inviting e-Tender

AMC invites e-Tender from reputed and experienced Company/Firm/Agency/Contractor for Followings.

Sl No.	Name of the Job	Publishing Date	Pre-Bid Meeting	Bid Submission Start Date	Last date of the Submission	Technical Bid Opening time	Estimated Tender Value	Tender Fee	EMD	Bid Validity
1	"Date Entry Service for Digitization of ROR Records Under AMC" DNIT No-05/e-Gov/ AMC/2026-27	01/07/2026 At 15:00 Hrs	15/07/2026 At 12:00 Hrs	16/07/2026 At 15:30 Hrs	24/07/2026 At 15:00 Hrs	24/07/2026 At 16:00 Hrs	Rs. 50 Lakhs (Fifty Lakh)	Rs. 1,000/- (One Thousand) Only	Rs. 1,00,000/- (One Lakh) Only	120 Days

Tender is to be submitted online only through https://tripuratenders.gov.in

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: -
10/EE-NHD/PWD (NH)/AGT/ 2026-27, Dated: Agartala, the 23rd June, 2026.

The Executive Engineer, NH Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites **online percentage rate e-tender in two bid system** from the Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm having experience as per eligibility criteria **[SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria]** for the following work: u**p to 3.00 P.M. on 14.07.2026.**

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DATE AND TIME FOR PER-BID MEETING	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Strengthening & Improvement of riding quality of road from Chebri to Tulashikar under Khowai Tripura (Length=9.00 km). **DNIT No. 09/ CE/PWD (NH) / 2025-26**	₹.16, 74, 82,926.00	₹.33, 49,659.00	₹.15000.00	730 Days	Upto 3.00 P.M. on 14/07/2026	At 3.30 P.M. on 14/07/2026	08/07/2026 AT 11.00 PM	https://tripuratenders.gov.in.	Appropriate class

Please note here that all details can be seen on website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/- (Er. S. Das)
Executive Engineer,
NH Division, PWD (NH)
Agartala, West Tripura

ICA/C-978/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
P'NIe-TNo.:02/PNIeT/EE/TWD/2026-27/424-42 Dated:29/06/2026

The Executive Engineer, TWD on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online **percentage rate** e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES/Railway for the following work through e-procurement portal:

SL. NO	DNIeT No.	Name of Work	Estimated cost	EMD	Bid Fee	Last date & time of submis-sion
01.	04/DNIET/ EE/TWD/ 2026-27	Installation & commissioning of 2 nos SBDTW (one each at ST Boys & Girl Hostel) attached to EMRS Birchandra Nagar, Santir Bazar sub division of South Tripura District during the year 2026-27.	₹. 6,90,906.00	₹. 13,819.00	₹. 1,000.00	06/07/2026 Up to 15.00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in. The press notice is also available on https://tripuratenders.gov.in

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Tribal Welfare Department
Govt. of Tripura

ICA/C-988/26

দুর্ঘটনা নাকি হত্যা ?

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিকভাবে এটি সড়ক দুর্ঘটনা বলে অনুমান করা হলেও, ঠিক কীভাবে তিনি আহত হয়েছেন এবং ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এদিকে, মৃতের পরিবার ঘটনাটিকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে মানতে নারাজ। তাঁদের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিবারের দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটনে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ফরেনসিক পরীক্ষার ফলাফল এবং তদন্তে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এইচপিএল কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, কারখানা সংলগ্ন এলাকায় একটি অবৈধ ন্যাফথা চুরির পয়েন্টের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।সংস্থার বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ন্যাফথা অত্যন্ত দাহ্য হাইড্রোকার্বন এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থে অননুমোদিত প্রবেশ বা ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছে, কারণ এতে গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে।এইচপিএল জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দায় নির্ধারণ বা এ বিষয়ে চূড়ান্ত মন্তব্য করা সমীচীন হবে না।

মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দারা দমকল বিভাগে খবর দেন। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবককে উদ্ধার করে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম সুমন দাস (২৪)। তিনি ফটিকরায় থানার অন্তর্গত রাজনগর ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা সজল দাসের ছেলে।

স্থানীয়দের দাবি, মৃতদেহের পাশে একটি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ এবং শরীরে সামান্য কাটাছেঁড়ার চিহ্ন দেখা গেছে। তবে এগুলোর সঙ্গে মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

মৃতের বাবা সজল দাস জানান, সোমবার সন্ধ্যা থেকে তাঁর ছেলে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গলবার জানতে পারেন, কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে সুমনের মৃতদেহ রয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, সুমন দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন এবং একাধিকবার নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসাও নিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি আবারও মাদকের সংস্পর্শে চলে গিয়েছিলেন বলে পরিবারের অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তিনি সরকারি প্রকল্পগুলির বাস্তব ফলাফল এবং সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব নিশ্চিত করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেন। সরকারি প্রকল্পের সুফল দ্রুত এবং দৃশ্যমানভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

দেশের শীর্ষ আমলাদের সঙ্গে এটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ বৈঠক। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার একাধিক মন্ত্রককে, যার মধ্যে রেল মন্ত্রকও রয়েছে, '৫২ সপ্তাহে ৫২টি সংস্কার' কর্মসূচি চালু করেছে। প্রতিটি সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বরাবরই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিমাপযোগ্য ফল অর্জনের ওপর জোর দিয়ে আসছেন। সেই লক্ষ্যেই এই পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রকের অগ্রগতি মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সরকারের লক্ষ্য, প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে জনসেবা আরও উন্নত করা, নিয়ন্ত্রক জটিলতা কমানো, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনা সহজ করা এবং একই সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী বাল্যবিবাহ রোধ করতে স্ব-সহায়ক দলের দিদিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি স্ব-সহায়ক দলগুলোকে নানা ধরনের সামাজিক কাজ করতেও পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাদের নিষ্ঠা, উদ্যোক্তা-সুলভ মনোভাব এবং স্বনির্ভরতা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। মহিলা চালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড। 'ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন'-এর আওতায় পরিচালিত এই স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলি ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংকল্পকে বাস্তবায়নে ত্রিপুরা সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী স্টল ঘুরে দেখেন।

সাংবাদিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: রাজ্যের সাংবাদিকদের কল্যাণে বর্তমান রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। ২০১৮ সালে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের কল্যাণে গৃহীত নানা পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "ত্রিপুরা জার্নালিস্ট সম্মান পেনশন" স্কিমের মাধ্যমে সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন পূর্বতন এক হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে দশ হাজার টাকা করা।

পাশাপাশি প্রয়াত সাংবাদিকের পরিবারের কল্যাণে "ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন" স্কিমও চালু করা হয় এবং মৃত সাংবাদিকদের পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে মাসিক ৫ হাজার টাকা করে পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। গত ২০২৫-এ সাংবাদিকদের সুবিধার্থে এই স্কিমের গাইডলাইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীও করা হয়। সম্প্রতি ৫ জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিককে পেনশন প্রদানের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার আর এর ফলে পেনশনপ্রাপক সাংবাদিকের মোট সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩ জন।

এছাড়া "ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন" স্কিমেও সম্প্রতি আরও ২টি পরিবারকে ফ্যামিলি পেনশন প্রদানের অনুমোদন দেওয়ার ফলে মৃত সাংবাদিকদের পরিবারের ফ্যামিলি পেনশন প্রাপকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭। এছাড়াও সম্প্রতি রাজ্য সরকার সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে ৪ জন সাংবাদিককে চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নির্মাণের কয়েকদিনের মধ্যেই খসে পড়ছে ড্রেন, নিম্নমানের কাজ ও ইট সরানোর অভিযোগে সরব এলাকাবাসী

আগরতলা, ৩০ জুন: নির্মাণ শেষ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন অংশ খসে পড়তে শুরু করেছে ড্রেন। নিম্নমানের নির্মাণকাজ, প্লাস্টারের অভাব এবং নির্মাণসামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বামুটিয়া ব্লকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি বামুটিয়া ব্লকের অধীন তেবাড়িয়া সবুজ সংঘ সংলগ্ন এলাকার।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৫তম ফাইন্যান্স কমিশন এবং টিআইইডি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৫৭ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৭২ মিটার দীর্ঘ একটি ড্রেন নির্মাণ করা হয়। কাজটি আরডি দপ্তরের প্রকৌশলী দীপ্তনু রায়ের তত্ত্বাবধানে ঠিকাদার অসীম বিশ্বাস সম্পন্ন করেন।

অভিযোগ, নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর থেকেই ড্রেনের একাধিক অংশে ফাটল ও খসে পড়ার ঘটনা দেখা যায়। অনেক জায়গায় প্লাস্টার করা হয়নি, কোথাও কোথাও সিমেন্টের পরিবর্তে শুধুমাত্র বালু দেখা যাচ্ছে। ড্রেনের বাইরের অংশেও প্লাস্টার না থাকায় কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এছাড়াও, নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ইট সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, কাজ শেষে অতিরিক্ত ইটের কথা বলে নির্মাণস্থল থেকে ইট অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে ঠিকাদার অসীম বিশ্বাস জানান, বৃষ্টির মধ্যেই কাজ করতে হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, ড্রেনের কিছু অংশে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি তাঁর বাড়ির সামনে প্রায় ১,২০০টি ইট পড়ে থাকার বিষয়টিও তিনি স্বীকার করেন। তবে তাঁর দাবি, ওই ইট তিনি কিনে এনেছেন। যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ, এগুলি নির্মাণস্থল থেকেই সরিয়ে আনা হয়েছে।

এই ঘটনায় এলাকাবাসীর দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তর অবিলম্বে ড্রেন নির্মাণকাজের গুণগত মান তদন্ত করুক এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। পাশাপাশি সরকারি অর্থে নির্মিত প্রকল্পে কোনও ধরনের অনিয়ম বা গাফিলতি হয়ে থাকলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি উঠেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াইয়ে মেগা জব ফেয়ার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ জুন: দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আজ খোয়াই মহকুমার সোনাতলাস্থিত সরকারি আইটিআই কলেজে মেগা জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। জব ফেয়ারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত)। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ, জেলাশাসক কার্যালয়ের অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর মুদ্রা রাহেজা, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উপঅধিকর্তা মুনমুন দেববর্মা প্রমুখ।

জব ফেয়ার কর্মসূচির উদ্বোধন করে জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলেন, মানুষের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে ও মানবসম্পদ বিকাশে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষে সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত), জেলাশাসক রজত পন্থ সহ অন্যান্য অতিথিগণ জব ফেয়ারে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টলগুলি ঘুরে দেখেন ও মত বিনিময় করেন। জব ফেয়ারে মোট ১৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি অংশগ্রহণ করে।

তপশিলি জাতি কল্যাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যের সেরা গোমতী জেলা

উদয়পুর, ৩০ জুন: ত্রিপুরা সরকারের তপশিলি জাতি (এসসি) কল্যাণ দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও কার্যকর তদারকির স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের 'সেরা জেলা' হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে গোমতী জেলা।

ত্রিপুরা সরকারের তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন, স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত তদারকি এবং উপভোক্তাদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ভূমিকা রাখায় এই সম্মান অর্জন করেছে গোমতী জেলা।

ত্রিপুরা সরকারের তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে জেলার প্রতিনিধিদের হাতে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার তুলে দেন।

এই স্বীকৃতিকে গোমতী জেলার প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল বলে মনে করা হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন মহল এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

গোমতী জেলার এই কৃতিত্বে জেলাবাসীর মধ্যে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। জেলার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গোমতী জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, ভবিষ্যতেও জেলার উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সফল বাস্তবায়নের এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

বিলোনিয়া শ্রী শ্রী যোগামায়া কালীবাড়ীর উদ্যোগে এবং পশ্চিম পিলাক পঞ্চায়েত এর সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ শে জুন: বিলোনিয়া শ্রী শ্রী যোগামায়া কালীবাড়ীর উদ্যোগে এবং পশ্চিম পিলাক পঞ্চায়েত এর সহযোগিতায় সোমবার অনুষ্ঠিত হয় এক স্বাস্থ্য ও সচেতনতা শিবির। দূর্গা পূজা ও কালী পূজার মরসুমে যোগামায়া কালীবাড়ী বরাবর ই সমাজ কল্যাণ মুখী কর্মসূচী হাতে নেয়। এই বারের কর্মসূচির সারণী তে পশ্চিম পিলাকের শিবির তৃতীয়। আজ শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের পুন্য স্নান লগ্নে পশ্চিম পিলাক গ্রাম পঞ্চায়েত হল ঘরে অনুষ্ঠিত এই শিবিরের সূচনা করেন পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতি মনিবালা দাস। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবি শ্রী সুজিত দত্ত।

প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাক্তন সি এম ও ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ। বৃষ্টি ভেজা আবহাওয়ায় ও বড় সংখ্যক গ্রামবাসি দোর গোড়ায় উপস্থিত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে শিবিরে আসেন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তারা বিভিন্ন রোগ নির্ধারণ টেস্ট ও চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এই শিবিরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিবিরে মোট ৫৯ জনের রক্ত পরীক্ষা হয়। ৭ জনের রক্তে অস্বাভাবিক শর্করা পাওয়া যায় যার মধ্যে তিন জন নুতন। তাঁদের প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয়। এই শিবিরে মোট ১৬৯ জন রোগী দেখা হয় যার মধ্যে ১১ জন উচ্চ রক্তচাপের রোগী সনাক্ত হয়। তাঁদের ও প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। ডাঃ পঞ্চম নমঃ, ডাঃ সৌরভ দাস এবং ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ শিবির পরিচালনা করেন।

চক্ষু পরীক্ষার ও আয়োজন ছিল। ২৬ জন রোগীর পরীক্ষা করে ১৪ জনের চোখে বিভিন্ন সমস্যা নির্ধারিত হয়। তিন জন রোগীর চোখে ছানি সনাক্ত হয় যাদের বিনামূল্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হবে। ১৬ জন রোগীর এক্স-রে করা হয়। ১৭ জন শিশুর আধার কার্ড করে দেওয়া হয়। ৩৫ জনের আয়ুষ্মান কার্ড বানিয়ে দেওয়া হয়। এই সুবিধাগুলো অতি সহজে হাতের কাছে পেয়ে গ্রাম বাসিরা খুশী হন।শ্রীমতি মনিবালা দাস পরবর্তী কোনো এক দিনে আবারো অনুরূপ শিবির করার জন্য অনুরোধ করেন। যোগামায়া কালীবাড়ী পূজা কমিটির সম্পাদক শ্রী মিঠুন বনিক সুন্দর আয়োজন এবং অন্তরঙ্গ আতীথিয়তার জন্য পঞ্চায়েত প্রধান এবং আয়োজক দের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন।

বিশ্রামগঞ্জ বাজারে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন অবৈধ দখল উচ্ছেদে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ, ৫ দিনের সময়সীমা, নোটিশ পেলেন ৬৭ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ,৩০ জুন: মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকায় জেলা প্রশাসন ও বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের যৌথ পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জাতীয় সড়কের দুই পাশের জমি পরিমাপ শুরু হতেই বাজারজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনের পদক্ষেপে বহু ব্যবসায়ী উৎকণ্ঠায় পড়েন।প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, জাতীয় সড়কের নির্ধারিত সীমারেখা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এদিন পরিমাপের কাজ করা হয়।পরিদর্শনের পর জাতীয় সড়কের দুই পাশে অবস্থিত প্রায় ৬৭ জন ব্যবসায়ীকে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

নোটিশে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে জাতীয় সড়কের উভয় পাশে নির্ধারিত ৩৩ ফুট করে মোট ৬৬ ফুট জায়গা দখলমুক্ত করে নিজ নিজ দোকান বা অবৈধ স্থাপনা স্বেচ্ছায় অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ স্বেচ্ছায় স্থাপনা অপসারণ না করলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে বুলডোজার ব্যবহার করে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দখলমুক্ত করা হবে বলেও তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বাজারজুড়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ওই এলাকায় ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। হঠাৎ উচ্ছেদের নির্দেশে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তবে প্রশাসনের বক্তব্য, জাতীয় সড়কের নির্ধারিত জমি দখলমুক্ত রাখা এবং জনস্বার্থে সড়কের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিকে, আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে কতজন ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় দোকান সরিয়ে নেন এবং এরপর প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর বিশ্রামগঞ্জবাসীর।

পানীয় জলের দাবিতে ইচাই লালছড়ায় পথ অবরোধ, আন্দোলনকারীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ

ধর্মনগর, ৩০ জুন: দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকটের প্রতিবাদে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার ইচাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে মঙ্গলবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। মূলত মহিলারাই কলসি হাতে আন্দোলনে সামিল হন। এদিকে, আন্দোলনকারীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে অবরোধ তুলে দিতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা ও ওয়ার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সাল থেকে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, জল সরবরাহের পাইপে নিয়মিত পর্যাপ্ত জল আসে না। বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একাধিকবার জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। গত চার দিন ধরে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে এবং জল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ।বর্তমানে প্রায় ২০টি পরিবার একটি মাত্র জলের উৎসের ওপর নির্ভরশীল। সেখান থেকেও পর্যাপ্ত জল না পাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার মানুষ।

এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ স্থানীয় মহিলারা কলসি হাতে মূল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

অভিযোগ, প্রায় দুই ঘণ্টা পর স্থানীয় বিজেপি নেতা মৃদুল দেব এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য সন্তোষ শর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আন্দোলনকারীদের দাবি, সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের ধমক দেওয়া হয় এবং আন্দোলন তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। ভয়ভীতির মুখে শেষ পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করেন বিক্ষোভকারীরা বলে তাঁদের অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পানীয় জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

শান্তিরবাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় পৌর পরিষদের সুপারভাইজারের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

শান্তিরবাজার, ৩০ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারে একটি মোটরসাইকেল ও মালবাহী বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়ে প্রাণ হারালেন শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের এক সুপারভাইজার। মঙ্গলবার সকালে অনুকূল ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন পুরাতন জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম সুমন নন্দী। তিনি শান্তিরবাজার পৌর পরিষদে সুপারভাইজার পদে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ পুরাতন জাতীয় সড়কে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে টিআর-০৮-ডি-১৭৩৭ নম্বরের একটি মালবাহী বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে মোটরসাইকেল চালক সুমন নন্দী রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিরবাজার দমকল বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরে আগরতলার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মালবাহী গাড়িটি রাস্তার মাঝখানে অবস্থান করায় দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। তবে এই দাবির সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জানা গেছে, মালবাহী গাড়িটি শান্তিরবাজার নগদা এলাকার বাসিন্দা সুভাষ দাসের। সুমন নন্দীর অকাল মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে রেখে গেছেন। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ধর্মনগরে বাল্যবিবাহ রোধ ও শিশু শিক্ষা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ জুন: ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আজ ধর্মনগরে বাল্যবিবাহ রোধ, শিশু শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পিএমশ্রী ধর্মনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই সচেতনতামূলক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা রত্না কর দেবনাথ, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সুপর্ণা ঘোষ, সমাজসেবী রূপালী অধিকারী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে আমাদের সমাজকে মুক্ত হতেই হবে। তার জন্য আজকের ছাত্রছাত্রী যারা বিদ্যালয় স্তরে বর্তমানে লেখাপড়া করছে, তাদেরকে সচেতন হতে হবে। মেয়েরা যাতে কোনোভাবেই ১৮ বছরের আগে বিয়ের জন্য রাজি না হন তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। লক্ষ্যে অবিচল থেকে মনোযোগ সহ লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী রূপালি অধিকারী। পিএম শ্রী ধর্মনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ছাড়াও, ধর্মনগরের পদ্মপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অনুরূপ আর ও একটি সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বাল্যবিবাহ রোধ, শিশু শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পদ্মপুর স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পদ্মপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালযের অধ্যক্ষ অমিত কিলিকদার।

জনগণনা: তেলিয়ামুড়ায় এনুমেরেটর ও সুপারভাইজারদের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: আসন্ন জনগণনা-২০২৭-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে এনুমেরেটর ও সুপারভাইজারদের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে জনগণনার কার্যপদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহের নির্ধারিত নিয়মাবলি, ডিজিটাল অ্যাপের ব্যবহার, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জনগণনা কার্যক্রমকে আরও দক্ষ, নির্ভুল ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভারতের জনগণনা দপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল পি. এন. নাথ চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার জেনারেল পার্থ প্রতিম ভদ্র, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও প্রদীপ কুমার সরকার প্রমুখ। বক্তারা প্রশিক্ষণার্থীদের নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে জনগণনার দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার ২২ জন গণনাকারী এবং ৪ জন সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, জনগণনা-২০২৭ উপলক্ষে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরবর্তী পর্যায় আগামী ৬ জুলাই ও ৭ জুলাই পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে।

বামুটিয়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৬

আগরতলা, ৩০ জুন: ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে। ওই দূর্ঘটনায় বামুটিয়া ব্লক এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, আজ সকালে দ্রুতগতির একটি বোলেরো গাড়ি অটোরিকশাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। বামুটিয়া ব্লক অফিসের সামনে সংঘটিত এই দুর্ঘটনায় অটোর সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে চালক ও এক যাত্রী গাড়ির ভেতরে আটকে পড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। পরে এলাকাবাসী প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

দুর্ঘটনার পর বোলেরোর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং প্রশাসনিক গাফিলতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী: তেলিয়ামুড়ায় প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ জুন: তেলিয়ামুড়া মহকুমাভিত্তিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন রায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনোরঞ্জন গোপ, তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও প্রদীপ কুমার সরকার, তেলিয়ামুড়ার স্কুল পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ, তেলিয়ামুড়া আর.ডি. ব্লক এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে মহকুমাভিত্তিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বরপ্রাপ্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হবে। পাশাপাশি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও আদর্শ নিয়ে এক আলোচনা চক্র এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে।

এছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী ৬ জুলাই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীর দিন তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। সভায় উপস্থিত বক্তারা অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তব্যে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক ও মহান দেশপ্রেমিক। তাঁর আদর্শ, চিন্তাধারা এবং দেশগঠনে অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, জন্মজয়ন্তী উদযাপন শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। তাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি সফল ও স্মরণীয় করে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে মাধ্যমিকের দুই কৃতি ছাত্রকে সংবর্ধনা

আগরতলা, ৩০ জুন: ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যস্তরে দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জনকারী বিদ্যালয়ের দুই কৃতি ছাত্রকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা করুণা দেববর্মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা। প্রধান শিক্ষিকা করুণা দেববর্মা বলেন, বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের এই অসাধারণ সাফল্য সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তাদের এই কৃতিত্ব ভবিষ্যতে অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা দুই কৃতি ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, আগামী দিনেও শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

রমজান আলি হত্যা

● আটের পাতার পর

দাবি জানিয়েছে পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় তদন্ত এগিয়ে চলছে এবং মামলার সঙ্গে জড়িত অন্য কেউ থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুই অভিযুক্তের গ্রেফতারকে এই বহুল আলোচিত মামলার তদন্তে প্রথম বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় প্রস্তাবিত হোমিওপ্যাথিক

● আটের পাতার পর

দল ইতিমধ্যেই দু"বার কলেজটি পরিদর্শন করে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেছেন। এখন কেবল কলেজের অনুমোদন পাওয়া গেলেই আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্রভর্তি ও ক্লাস শুরু করা সম্ভব হবে।

পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে এবং পিডব্লিউডি-র ইঞ্জিনিয়াররা প্রস্তাবিত নতুন অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং ও হোস্টেল নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জায়গাটি ঘুরে দেখেন এবং এর নকশা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। নতুন এই কলেজটি চালু হলে রাজ্যের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব্যবস্থা ও চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চলমান নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং নতুন প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যানটির সরেজমিনে যাচাই করা। পরিদর্শনকালে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বর্তমান পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি ও কাজের গুণগত মান নিয়ে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পূর্ত দপ্তর কর্তৃক তৈরি করা মাস্টার প্ল্যানটি যাতে বাস্তবের সাথে হুবহু মিলে যায়, তা নিশ্চিত করতেই এই পরিদর্শন। পরিদর্শনের সময় এক্সিকিউটিভ ও চিফ ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত থেকে কর্তৃপক্ষকে এই নকশার খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেন।

চূড়ান্ত অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যানে একটি আধুনিক ও সমন্বিত ক্যাম্পাসের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উন্নত শিক্ষাদানের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আধুনিক একাডেমিক বিল্ডিং। কলেজ এবং স্থানীয় জনগণ-উভয়ের চিকিৎসায় নিয়োজিত নতুন হাসপাতাল, আবাসিক কোয়ার্টার ও হোস্টেল। নির্মাণকাজের চমৎকার অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে অবিলম্বে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে ৫ গোলে উড়িয়ে সুপার লিগে সিমনা তামাকারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত সি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ ”এ”-র শেষ তথা ২১তম লিগ ম্যাচে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দাপটের সাথে সুপার লিগে কোয়ালিফাই করল সিমনা তামাকারি ফুটবল ক্লাব। লিগ পর্বে নিজেদের ৬টি ম্যাচের মধ্যে ৪টি জয় এবং ২টি পরাজয় সহ মোট ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে শেষ চারে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করল তারা। ম্যাচের শুরু থেকেই উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের উপর চেপে বসে সিমনা তামাকারির ফুটবলাররা। খেলার মাত্র ১৫ মিনিটের মাথায় এন জ্যাপেত হালামের দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় সিমনা। এরপর ম্যাচের ৩৮ মিনিটে রূপক দেববর্মা ব্যবধান দ্বিগুণ করে দলকে চালকের আসনে বসান। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া উমাকান্ত কোচিং সেন্টার আর ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি আরও বাড়িয়ে দেয় সিমনা তামাকারি। খেলার ৫৮ এবং ৬০ মিনিটে পরপর দুটি অনবদ্য গোল করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি উমাকান্তর প্রতিরোধ ভেঙে দেন জ্যানসন দেববর্মা। ম্যাচের শেষলগ্নে, অর্থাৎ ৮৫ মিনিটে কবির উদ্দিন দলের হয়ে পঞ্চম গোলটি সম্পন্ন করেন। পুরো ম্যাচে খেই হারিয়ে ফেলা উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের দুই ফুটবলার ইকবাল হুসেন এবং সুরজ লিম্বুকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখান। উল্লেখ্য, এবারের টুর্নামেন্টে সিমনা তামাকারির যাত্রা ছিল বেশ চড়াই-উতরাইপূর্ণ। প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি-কে ২-১ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে কদমতলি যুব সংস্থাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শুভসূচনা করলেও, তৃতীয় ম্যাচে এডিসি-র কাছে ২-৪ এবং চতুর্থ ম্যাচে ভারত রত্ন সংঘের কাছে ০-৫ গোলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাদের। তবে পঞ্চম ম্যাচে পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটিকে ৮-২ গোলে বিধ্বস্ত করার পর, শেষ ম্যাচে এই ৫-০ গোলের বড় জয় তাদের সুপার লিগের টিকিট এনে দিল।

AFFIDAVIT

I. **Sri Debesh Chandra Paul** S/O-LL. Sailesh Chandra Paul resident of Vill. Rajdharnagar(Taltala), P.O-Jamjuri, P.S. Kakraban, Udaipur, Gomati Tripura, by Nationality-Indian, by Religion-Hindu, by profession-Pension Holder, aged about 67 years, do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

That I am a citizen of India and have been residing permanently at the address mentioned above

This is true to my knowledge.

That my actual name is Debesh Chandra Paul But in my Pension Book PPO No. Pen-3/TRIP/S/SVP-6612 my name has been recorded as **Debash Chandra Paul** instead of **Debesh Chandra Paul.**

This is true to my knowledge.

That infact **Debesh Chandra Paul & Debash Chandra Paul** are the name of same an identical Person.

This is true to my knowledge.

VERIFICATION

That the statements made above are true to the best of my knowledge and I put my signature to this affidavit today on 06th day of April, 2026 A.D. at Udaipur, Court complex, Gomati Disrict. Tripura.

Sd/-
Debesh Chandra Paul

বিশালগড়কে হারিয়ে জয়ে ফেরার সুযোগ পেলো সদর-বি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।।প্রথম ম্যাচে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর সদর ” বি ”- র ক্রিকেটাররা কতটা তেতে ছিল তার আভাস মঙ্গলবার পেল বিশালগড় মহকুমা। সদর ” বি ” - র ক্রিকেটারদের তেজে কার্যত ঝলসে গেল বিশালগড়ের যাবতীয় প্রতিরোধ। দুরন্ত জয় পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সদর ” বি ”। যশ দেববর্মা এবং শ্রেষ্ঠাংশু দেবের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে। পাশাপাশি বল হাতে দুরন্ত ছিল আনস ভাটনগর, তানিস্ক চক্রবর্তী এবং ঋদ্ধিমান দাস। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। আমতলী স্কুল মাঠে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে সদর ” বি ” জয়লাভ করে ১০ উইকেটে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সদর ” বি ” - র বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে বিশালগড় মহকুমা মাত্র ১১৬ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নামা রুদ্র চৌধুরী যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতে পারতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৭০ রানের গণ্ডি পার হতো না। রুদ্র ১৭ বল খেলে পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে শুভজিৎ দাস ২০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, সমরজিৎ চৌধুরী ৪০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং দীপ শীল ১৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। সদর ” বি ” - র পক্ষে ঋদ্ধিমান দাস ২৫ রানে, তানিস্ক চক্রবর্তী ২৯ রানে এবং আনস ভাটনগর ৪১ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সদর ” বি ” - র দুই ওপেনার শ্রেষ্ঠাংশু দেব এবং যশ দেববর্মা শুরুটা দুর্দান্ত করেন। শুরু থেকেই দুজন স্কোর বোর্ড সচল রাখার দিকে নজর দেন। উইকেটে সেট হতেই দ্রুত রান তুলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৬০ বল খেলে ওই দুটি অপরাজিত থেকে সদর ” বি ” - কে কাঙ্খিত জয় এনে দেয়। যশ ২৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১ রানে এবং শ্রেষ্ঠাংশু ৩২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান।

জার্মানির পর বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেদারল্যান্ডসের এগিয়ে গিয়েও হার, টাইব্রেকারে নায়ক মরক্কোর বোনো

ইসমাইল সাইবারির শট জালে জড়াতেই স্বপ্ন শেষ কমলাবাহিনীর। আরও এক বার টাইব্রেকারের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে উঠতে পারল না তারা। ২০১৪, ২০২২ সালের পর ২০২৬ সালের বিশ্বকাপেও সেই টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিতে হল নেদারল্যান্ডসকে। এ বার গ্রুপ অফ ৩২ থেকেই। একই দিনে জার্মানির পর বিদায় হল বিশ্বফুটবলের আরও এক শক্তির। এগিয়ে গিয়েও মরক্কোর কাছে হারতে হল কোডি গাকপো, ভার্জিল ভ্যান ডাইকদের। মরক্কোর রক্ষাকর্তা হয়ে দেখা দিলেন সেই ইয়াসিন বোনো। গত বিশ্বকাপে টাইব্রেকার স্পেনের স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছিলেন। এ বার তাঁর হাতে আটকে গেল ডাচেরা। যদিও দু’দলের পারফরম্যান্সই টাইব্রেকারে খুব খারাপ। প্রথম শটে নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে দেন টিউন কুপমেইনার্স। মরক্কোর আল আয়নায়োই প্রথম শট বারে মারেন। ডাচদের হয়ে দ্বিতীয় শট পোস্টে মারেন জাস্টিন ক্লুইভার্ট। রহিমি গোল করে সমতা ফেরান। নেদারল্যান্ডসকে আবার এগিয়ে দেন উইট উইঘর্স। গোল করেন মরক্কোর তালবিও। চতুর্থ শট মিসকরেন কুইন্টন টিম্বার। মরক্কোর কাছে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু আশরফ হাকিমিও গোল করতে পারেননি। সামারভিলের পঞ্চম শট আটকে দেন বোনো। শেষ শটে গোল করতে ভুল করেননি সাইবারি। ম্যাচ জিতে পরের রাউন্ডে ওঠে আফ্রিকার দেশ।তবে এই ম্যাচ নেদারল্যান্ডস হেরেছে তাদের রক্ষণাত্মক পরিকল্পনার জন্য। যে দল গ্রুপ পর্বে এত আক্রমণাত্মক খেলল, তারা কেন মরক্কোর বিরুদ্ধে শুরু থেকে এত গুটিয়ে গেল, তার কারণ বোধহয় একমাত্র কোচ রোনাল্ড কোম্যানই বলতে পারবেন। কোচের পরিকল্পনার খেসারত দিতে হল দলকে।

পাঁচ ডিফেন্ডারে খেলা শুরু করে নেদারল্যান্ডস। তিন সেন্টার ব্যাকের সঙ্গে ডেঞ্জিল ডামফ্রিস ও ভ্যান ডে ভেনকে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে মাঝমাঠের পুরো দায়িত্ব গিয়ে পড়ে ফ্রাঙ্কি ডি জং ও কোডি গাকপোর কাঁধে। সেই কারণে প্রথমার্ধে গাকপো আক্রমণে সে ভাবে যোগ দিতে পারেননি। আক্রমণের জন্য সামারভিল ও ব্রায়ান ব্রবির উপর ভরসা করেছিলেন নেদারল্যান্ডসের কোচ। কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিলেন ব্রবি। কিন্তু এই ম্যাচে তিনি হতাশ করলেন। বলা ভাল, মরক্কোর ডিফেন্ডারদের সঙ্গে শরীরী লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়লেন ব্রবি।নেদারল্যান্ডসের রক্ষণাত্মক পরিকল্পনা কাজে লাগায় মরক্কো। হাকিমি, ব্রাহিম দিয়াজ, সাইবারিদের পায়ে আক্রমণে উঠছিল তারা। প্রথমার্ধের গোল পেয়ে যেতে পারত মরক্কো। হাকিমির শট ভাল বাঁচান ভারব্রুগেন। সাইবারির শট অল্পের জন্য গোলের বাইরে যায়।মাঝমাঠে লোক কম থাকায় নেদারল্যান্ডসের রক্ষণ ও আক্রমণের মধ্যে যোগাযোগের সমস্যা হচ্ছিল। ফলে আক্রমণ তৈরি হলেও তা দানা বাঁধছিল না। কোচ কোম্যান ভেবেছিলেন, প্রতিআক্রমণে সামারভিল, ব্রবির গতি কাজে লাগাবেন। সেটাও হয়নি। বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে তিনি নামিয়ে দেন উইঘর্স ও কুপমেইনার্সকে। তাঁরা নামার পরই নেদারল্যান্ডস গোল করে।

উইঘর্সের হেড থেকে বল পান সামারভিল। তাঁকে মরক্কোর রক্ষণ আটকে দিলেও গাকপোকে আটকে পারেনি। গোলরক্ষক বোনো এগিয়ে আসার আগেই ডান পায়ের শটে বল জালে জড়িয়ে দেন গাকপো। তার পর মাটিতে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলেন। গোটা নেদারল্যান্ডস দল তখন গাকপোকে ঘিরে ধরেছে। নেমে পড়েছেন বেঞ্চের ফুটবলারেরাও। কয়েক দিন আগেই সন্তানকে হারিয়েছেন গাকপো। সন্তানসম্ভবা ছিলেন গাকপোর বান্ধবী নোয়া ভ্যান ডার বিজ। পুত্র সন্তান বেড়ে উঠছিল তাঁর গর্ভে। বিশ্বকাপের মধ্যেই তাঁর গর্ভপাত হয়। খবর পৌঁছোয় আমেরিকায় নেদারল্যান্ডস শিবিরেও। সন্তানের মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েন গাকপো। সতীর্থেরা তাঁকে কয়েক দিনের জন্য বান্ধবীর কাছ থেকে ঘুরে আসার পরামর্শ দেন। কঠিন সময় পাশে ছিলেন নেদারল্যান্ডসের ফুটবল কর্তারাও। কিন্তু নকআউট পর্বের আগে শিবির ছাড়তে রাজি হননি ২৭ বছরের ফুটবলার। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কোনও ছেদ ফেলতে চাননি। সেই কারণেই হয়তো আবেগ ধরে রাখতে পারেননি গাকপো।

৭২ মিনিটের মাথায় গাকপোর সেই গোলের পর মনে হচ্ছিল, নেদারল্যান্ডস জিতে যাবে। কারণ, গোটা ম্যাচে রক্ষণ করেই কাটিয়েছে তারা। রক্ষণে আরও লোক বাড়ান কোম্যান। ঠিক তখনই একটি চালাকি করেন মরক্কোর কোচ মহম্মদ উয়াহাবি। সেন্টার ব্যাক দীর্ঘদেহী ইসা দিয়পকে স্ট্রাইকারের ভূমিকায় পাঠিয়ে দেন তিনি। দু’প্রান্ত থেকে লম্বা ক্রস তুলতে শুরু করেন হাকিমিরা। সংযুক্তি সময়ে তেমনই এক ক্রসে হেড করে বল জালে জড়িয়ে দেন দিয়প। সমতা ফেরায় মরক্কো।অতিরিক্ত সময়ের ৭ মিনিটের মাথায় মরক্কোকে এগিয়ে দেওয়ার সহজতম সুযোগ পেয়েছিলেন রহিমি। ভারব্রুগেনকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি তিনি। সেই সুযোগ নষ্টের পর দু’দলের খেলা দেখে মনে হল, টাইব্রেকারের কথা মাথায় রেখেই খেলছে তারা। কিন্তু শেষ দিকে ডি জংকে তুলে নেন কোম্যান। গাকপোও হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরায় মাঠ ছাড়েন। টাইব্রেকারে তাঁরা শট নিতেন। দুই ফুটবলার হাতছাড়া হয় কোম্যানের। বাধ্য হয়ে ক্লুইভার্ট, টিম্বারদের পাঠান তিনি। তাঁরা পেনাল্টি ফস্কান। বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় নেদারল্যান্ডস।

মরক্কো আরও এক বার দেখাল, তাদের হালকা ভাবে নিলে ভুগতে হবে। গত বার স্পেন, পর্তুগালকে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিলে মরক্কো। এ বারও ব্রাজিলকে আটকে দিয়েছে তারা। হারিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে। হাকিমি ও ব্রাহিম দিয়াজ ছাড়া বড় তারকা না থাকলেও দলগত খেলার ফসল তুলছে আফ্রিকার দেশ।

বার পুজো দিয়ে ফুটবল মরশুম শুরু করলো সরোজ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ঐতিহ্যবাহী প্রথা মেনে সনাতনী বার পুজোর মধ্য দিয়ে নতুন ফুটবল মরশুমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করল সরোজ সংঘ। মঙ্গলবার ক্লাবের কর্মকর্তারা মাঠের পুজো সম্পন্ন করে আসন্ন বি ডিভিশন ফুটবল লীগের লক্ষ্যে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। ময়দানে বরাবরই লড়াকু ও ভালো মানের ফুটবল দল গঠন করার ক্ষেত্রে আলাদা সুনাম রয়েছে সরোজ সংঘের। ক্লাব কর্তাদের দাবি, বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। খেতাব জয়ের লক্ষ্য নিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও শক্তিশালী দল গড়া হয়েছে, যা আসন্ন লীগে ফুটবলপ্রেমীদের দারুণ উপহার দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।এবারের মরশুমে সরোজ সংঘের ফুটবলারদের কোচিং করানোর গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের অন্যতম অভিজ্ঞ ও প্রাক্তন ফুটবলার লিটন মজুমদারকে। তাঁর প্রশিক্ষণে ইতিমধ্যে ফুটবলাররা ঘাম ঝরাতে শুরু করেছেন। মাঠ কাঁপাতে এবার সরোজ সংঘের জার্সিতে একঝাঁক প্রতিভাবান স্থানীয় ফুটবলারকে খেলতে দেখা যাবে। দলের চূড়ান্ত তালিকায় রয়েছেন জয়ফুল ডারলং, মনি ত্রিপুরা, রোনালদো দেব বর্মা, জাকারিয়া হালাম, শান্ত জয় রিয়াং, রঞ্জিত ত্রিপুরা, প্রয়াস চাকমা, সপ্তদ্বীপ দেব বর্মা, অমিত দেব বর্মা, অর্ন জমাতিয়া, ব্রিলিয়ান্ট রিয়াং, দীপ দাস, পল্টু চৌধুরী, আসলাং কুমার রিয়াং, ঝুটন এবং সুমন্ত দেব বর্মা। বার পুজোর এই শুভ দিনে নতুন মরশুমে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই এখন ক্লাবের মূল লক্ষ্য।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে মোহনপুরকে হারিয়ে সদর এ-র জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।।জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো সদর এ। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে রয়েছে লীগ টেবিল এর শীর্ষে। মঙ্গলবার সদর ” এ ” পরাজিত করে মোহনপুর মহকুমাকে। ৮ উইকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। আবীর ভট্টাচার্য দুরন্ত বোলিং এবং শুভজিৎ সাহার দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের কাঁধে ভোট দিয়ে। নীপকো মাঠে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এই দিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বিশ্বজিৎ সরকারের দুরন্ত ব্যাটিংয়ের কাধে ভর দিয়ে মোহনপুর মহকুমা ১৫৯ রান করে। সময় মাত্র ৮১ রানে আট উইকেট হারিয়ে প্রবল চাপে ছিল মোহনপুর মহকুমা। ওই অবস্থায় ”বুধীর দুর্গে একা কুম্ভ ” হয়ে লড়াই করে বিশ্বজিৎ। শেষ পর্যন্ত ৮০ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি পোশাকটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৬ রানের চোখ ঝলসানো ইনিংস উপহার দেয়। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩২ রান। সদর ”এ ” - র পক্ষে আবীর ভট্টাচার্য ২৯ রানে চারটি, দেবরাজ মজুমদার ২২ রানে এবং রাহুল মিয়া ৩৪ রানের দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সদর ” এ ” - র ওপেনার নীলেশ সূত্রধর এবং শুভ্রজিৎ সাহা শুরুটা ভালো করে। ওপেনিং জুটিতে দুজন ৯৪ রান যোগ করে দলের জয়ের রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়। নীলেষ ৫৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং শুভ্রজিৎ ৯৩ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ রান করে। রাহুল মিয়া ২২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে। এরপর ময়ূখ চৌধুরী এবং আরিস মজুমদার দলকে কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দেয়। ময়ুখ ৩৫ বল খেলে তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রানে এবং আরিস ১১ বল খেলে সাত রানে অপরাজিত থেকে যায়। সদর ” এ ” ৩৬ ওভারে দুইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবকে হারিয়ে জয় দিয়ে লিগ শেষ ইয়ুথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত সি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ ”বি”-র ২০তম ম্যাচে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে ইয়ুথ ক্লাব। তবে এই ম্যাচটিতে জয় পেলেও শেষরক্ষা হয়নি তাদের। লিগ পর্বে নিজেদের ৬টি ম্যাচের মধ্যে ৪টি জয় এবং ২টি পরাজয় সহ মোট ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টেবিলের তৃতীয় স্থানে শেষ করায় সুপার লিগের টিকিট হাতছাড়া হলো ইয়ুথ ক্লাবের। খেলার শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে টানটান উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ ৪৩ মিনিটে কুমার দেববর্মার দুর্দান্ত গোলে লিড নেয় ইয়ুথ ক্লাব। বিরতির পর মাঠে নেমে আবারও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে তারা। ম্যাচের ৬১ মিনিটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করে ইয়ুথ ক্লাবকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সেই কুমার দেববর্মা।খেলার শেষলগ্নে ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে সমর্জিত রিয়াং একটি গোল পরিশোধ করে ব্যবধান ২-১ করলেও তা দলের পরাজয় এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচের উত্তেজনা চলাকালীন স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের বাসুরাম রিয়াংকে ফাউলের অপরাধে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। উল্লেখ্য, এবারের টুর্নামেন্টে ইয়ুথ ক্লাবের পথচলা ছিল বেশ নাটকীয়। প্রথম ম্যাচে ইকফাই ফুটবল ক্লাবের কাছে ৩-৪ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের কাছে ০-২ গোলে হেরে বেশ ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল তারা। তবে এরপর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরপর সবুজ সংঘকে ৬-০, সাঁই দলকে ২-০ এবং কেশব সংঘকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে তারা। শেষ ম্যাচেও জয়ের এই ধারা বজায় রাখলেও, শুরুর দিকের পয়েন্ট হারানোর খেসারত দিয়ে টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হলো ইয়ুথ ক্লাবকে।

বেঞ্চে বসে দেখেছেন দলের জয়, জাপানকে হারিয়ে ব্রাজিল শেষ ১৬-য় উঠতেই সেই জার্মান অর্থনীতিবিদকে নিশানা নেমারের

খেলতে পারেননি তো কী হয়েছে, দলের জন্য সব সময় রয়েছেন নেমার। রাউন্ড অফ ৩২-এর ম্যাচে শেষ মিনিটের গোলে জাপানকে ২-১ হারিয়েছে ব্রাজিল। খেলা শেষে জার্মান অর্থনীতিবিদ জোয়াকিম ক্লেমেন্টকে একহাত নিলেন নেমার।

জার্মান গণিতজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ ক্লেমেন্টের একটি মডেল রয়েছে। সেই মডেলের সাহায্যে তিনি আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেন বিশ্বকাপের ম্যাচে কী ফল হতে চলেছে। এই বিষয়ে তাঁর বেশ নামডাক রয়েছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ সালের ফাইনালের আগে জয়ী দলের নাম সঠিক ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

ব্রাজিল-জাপান ম্যাচের আগে ক্লেমেন্ট জানিয়েছিলেন, তাঁর মডেল দেখাচ্ছে জাপান জিতবে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, “আমি গ্রুপের কোনও ম্যাচ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করি না। কিন্তু রাউন্ড অফ ৩২-এ ব্রাজিল-জাপান ম্যাচের আগে করছি। জাপান ব্রাজিলকে হারাবে। শুরুতে আমারও খুব অবাক লেগেছিল। কারণ, ব্রাজিল বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল। কিন্তু ব্রাজিলের বর্তমান দলে খুব বেশি ভাল ফুটবলার নেই। অন্য দিকে জাপান এই মুহূর্তে খুব ভাল দল।”

জাপানকে হারিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন নেমার। ব্রাজিলের ফুটবলার লেখেন, “মিস্টার জোয়াকিম ক্লেমেন্ট, পরের বিশ্বকাপে দয়া করে আবার চেষ্টা করবেন।” নেমারের কথা থেকে স্পষ্ট, ক্লেমেন্টকে খোঁচা মেরেছেন তিনি। পরের বারের বিশ্বকাপে আবার তাঁকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলেছেন তিনি।দল জিতলেও নেমার খেলেননি। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ১৫ মিনিট খেলেছিলেন তিনি। জাপান ম্যাচের আগে কোচ কার্লো আনচেলোত্তি জানিয়েছিলেন, নেমারকে আরও বেশি ক্ষণ মাঠে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আদতে তা দেখা যায়নি। যখন খেলা অতিরিক্ত সময়ের দিকে গড়াচ্ছে তখনও নেমারকে নামাননি আনচেলোত্তি। খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে নেমারের দেখা পাওয়া যেত কি না, তা বলা মুশকিল। তবে মাঠে না নামলেও দলের হয়ে গলা ফাটালেন ব্রাজিলের সর্বাধিক গোলদাতা।

ফুটবল বিশ্বকাপের মেগা কুইজ নিয়ে হাজির আগরতলার “মেসার্স লক্ষী ভান্ডার”

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্বের পাশাপাশি এখন ফুটবল জ্বরে কাঁপছে ত্রিপুরাও। রাজ্যের এই ফুটবল উত্তেজনাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে প্রতিবারের মতো এবারও এগিয়ে এসেছে আগরতলার কামান চৌমুহনীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠান ‘মেসার্স লক্ষী ভান্ডার’। বিগত বিশ্বকাপ ফুটবল আসরগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য চলতি বছরেও এক আকর্ষণীয় মেগা কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে এই নামী প্রতিষ্ঠানটি। অত্যন্ত সহজ তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দর্শকদের সামনে রয়েছে একাধিক আকর্ষণীয় পুরস্কার জিতে নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ।প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সুজিত রায় জানিয়েছেন, এই মেগা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আগামীকাল, বুধবার থেকে কামান চৌমুহনীর মসজিদ রোডস্থিত মেসার্স লক্ষী ভান্ডারের শোরুম থেকে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। পূরণ করা আবেদনপত্রটি আগামী ১৭ই জুলাইয়ের মধ্যে ওই একই ঠিকানায় জমা দিতে হবে। বিশ্বকাপ ফুটবলের এই টানটান উত্তেজনার আবহে মেসার্স লক্ষী ভান্ডারের এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগ ইতিমধ্যেই ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলেছে। স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের এই মেগা কুইজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিশ্বকাপে আবার ভার-বিতর্ক, জার্মানির ন্যায্য গোল বাতিল! চার বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিদায়ের পর উঠছে প্রশ্ন

সত্যিই কি প্রযুক্তির খেসারত দিতে হয়েছে জার্মানিকে? সত্যিই কি তাদের ন্যায্য গোল বাতিল হয়েছে? আরও এক বার বিতর্কের কেন্দ্রে ভার প্রযুক্তি। বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৩২-এ অঘটন ঘটিয়েছে প্যারাগুয়ে। চার বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে টাইব্রেকারে হারিয়েছে তারা। সেই ম্যাচে ভার প্রযুক্তি নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিটে খেলার ফল ছিল ১-১। ফলে অতিরিক্ত সময়ে খেলা গড়ায়। অতিরিক্ত সময়ের ১২ মিনিটে কর্নারে থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে জার্মানিকে এগিয়ে দেন জোনাথন তাহ। রেফারি জালাল জায়েদ প্রথমে গোলের সিদ্ধান্ত দেন। উল্লাস শুরু করেন জার্মানির ফুটবলারেরা।তার পরেই আসরে আসে ভার প্রযুক্তি। রেফারিকে ভার প্রযুক্তির দায়িত্বে থাকা দল জানায়, গোলের আগে প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক অরল্যান্ডো গিলকে ফাউল করা হয়েছে। জালাল টেলিভিশনে রিপ্লে দেখেন। সেখানে দেখা যায়, তাহ হেড করার আগে গোলরক্ষক গিলকে ধাক্কা মেরেছেন ওয়ালডেমার অ্যান্টন। তিনি গোল বাতিল করেন। পরে টাইব্রেকারে জার্মানি হেরে বিদায় নেয়।রেফারির সিদ্ধান্ত মানতে পারেনি জার্মানি। মাঠেই প্রতিবাদ জানান জোসুয়া কিমিচেরা। কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানও উত্তেজিত ছিলেন। কিন্তু রেফারি তাঁদের কথায় কান দেননি। খেলা শেষ হওয়ার পরেও প্রশ্ন থামছে না। সত্যিই কি ফাউল ছিল? এই প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালান শিয়ারার জানিয়েছেন, ফাউল দেওয়ার মতো কিছু হয়নি। ‘বিবিসি’-তে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় থাকা শিয়ারার বলেন, “আমার কাছে ওটা ফাউল নয়। আমি রেফারির সিদ্ধান্ত মানতে পারছি না। গোলরক্ষক খুব সহজে পড়ে গিয়েছে। ফুটবল তো বডি কনট্যাক্ট খেলা। বক্সে ১৩ জন ফুটবলার ছিল। সেখানে তো একটু ধাক্কাধাক্কি হবেই। আমি রেফারির সিদ্ধান্ত মানতে পারছি না।”একই কথা শোনা গিয়েছে বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করা প্রাক্তন সহকারী রেফারি ড্যারেন কানের মুখে। তবে তিনি এ-ও জানিয়েছেন, এই ধরনের সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই গোলরক্ষকের পক্ষে যায়। কান বলেন, “খুব হালকা ধাক্কা ছিল। রেফারি চাইলে সেটা না-ও দেখতে পারত। কিন্তু যেহেতু গোলরক্ষককে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে তাই হয়তো রেফারি গোল বাতিল করেছে। অন্য কোনও ফুটবলারকে ধাক্কা দিলে গোল বাতিল হত না।”রেফারির সিদ্ধান্তের খেসারত দিতে হয়েছে জার্মানিকে। টাইব্রেকারে হাভার্ৎজের প্রথম শট আটকে দিয়ে জার্মানিকে চপে ফেলে দেন গিল। আবার নিক ওল্টেমেডকে রুখে দেন চতুর্থ শটে।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে ধর্মনগরকে হারিয়ে লংতরাইভ্যালি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন।।নজর কাড়লো নীরব চাকমা এবং সন্দীপ রায়। এই দুজনের হাত ধরে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। টানা ২ ম্যাচে জয়লাভ রয়েছে শীর্ষ স্থানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। তালতলা মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে লংতরাইভ্যালি জয়লাভ করে ২ উইকেটে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ধর্মনগর মহকুমা ২০৭ রান করে। দলের পক্ষে জ্যাক মালাকার ৫৭, অর্ণব সিং ২৪ এবং বিহান দাস ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৬১ রান। লংতরাইভ্যালি মহকুমার পক্ষে নীরব চাকমা ৩০ রানে ৪ টি এবং শুভজিৎ বড়ুয়া ৪৬ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ১২ বল বাকি থাকতেই ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রমজান আলি হত্যা মামলায় দুই যুবক গ্রেফতার, তদন্তে বড় সাফল্য

আগরতলা, ৩০ জুন: গঙ্গাইল এলাকার বাসিন্দা রমজান আলি ওরফে টিটনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম থানার পুলিশ। পশ্চিম থানা ও বটতলা ফাঁড়ির যৌথ অভিযানে তাদের আটক করা হয়।

পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হবে। তদন্ত এখনও চলছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলেও তিনি জানান।

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুন সকালে গঙ্গাইলের নবনির্মিত নদীতীরবর্তী পার্ক সংলগ্ন এলাকায় রক্তের দাগ দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর সন্দেহ হয়, কাউকে হত্যা করে দেহ হাওড়া নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ, এনডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স ও দমকল বাহিনীর যৌথ তল্লাশি অভিযানে হাওড়া নদী থেকে উদ্ধার করা হয় রমজান আলি ওরফে টিটনের দেহ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃতদেহে একাধিক গভীর আঘাতের চিহ্ন মিলেছে, যা থেকে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ জোরালো হয়। নিহতের পরিবারের সদস্যরাও শুরু থেকেই এটিকে হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করে আসছেন। তাদের অভিযোগ, রাত প্রায় ৯টার দিকে শেষবার রমজান আলিকে ওই এলাকায় দেখা গিয়েছিল এবং ঘটনাস্থলের ঘাসে পড়ে থাকা রক্তের দাগও সেই দাবিকে আরও শক্তিশালী করে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে প্রতিকৃতি ও বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের আশ্বাস মেয়রের

আগরতলা, ৩০ জুন: দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে আগরতলার অ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে নামাঙ্কিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি স্থাপন এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে একটি বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

মঙ্গলবার মেয়র নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করে সম্ভাব্য প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, অ্যাডভাইজার চৌমুহনীতে যার নামে এলাকার নামকরণ করা হয়েছে, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি প্রতিকৃতি স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছিল কসমোপলিটন ক্লাব। পাশাপাশি প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করায় সেখানে একটি বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের দাবিও তুলে আসছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

পরিদর্শন শেষে মেয়র দীপক মজুমদার জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রতিকৃতি ও বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। মেয়রের এই আশ্বাসে স্থানীয় বাসিন্দা এবং কসমোপলিটন ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে সন্তোষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের আশা, দীর্ঘদিনের এই দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।

ডাক্তার দেখাতে গিয়ে আরও অসুস্থ রোগীরা, জিবি হাসপাতালে উপচে পড়া ভিড়, চরম ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন ।। চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ থাকার প্রভাব এবার স্পষ্টভাবে পড়তে শুরু করেছে জিবি হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই হাসপাতালের বহির্বিভাগে (ওপিডি) উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ।

সবচেয়ে বেশি ভিড় লক্ষ্য করা যায় প্রসূতি বিভাগের (গাইনোকোলজি) ওপিডিতে। গর্ভবতী মহিলাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরমের মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গে আসা পরিবারের সদস্যরাও একইভাবে ভোগান্তির শিকার হন। বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় অনেককেই দাঁড়িয়ে কিংবা মেঝেতে বসে অপেক্ষা করতে হয়।

রোগী ও তাঁদের পরিজনদের অভিযোগ, এত বিপুল সংখ্যক রোগীর চাপ সামাল দেওয়ার মতো পরিকাঠামো বর্তমানে হাসপাতালে নেই। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা, প্রচণ্ড ভিড় এবং গরমের কারণে অনেক অসুস্থ রোগীর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটছে। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ডাক্তার দেখাতে এসে উল্টো আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে হচ্ছে।

রোগীদের দাবি, অতীতে জিবি হাসপাতালে ভিড় থাকলেও এদিনের মতো পরিস্থিতি আগে খুব কমই দেখা গেছে। চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ থাকায় এখন অধিকাংশ মানুষ বাধ্য হয়ে সরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভর করছেন। ফলে প্রতিদিনই রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে।

হাসপাতালের বিভিন্ন কাউন্টার, রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এবং চিকিৎসকদের কক্ষের সামনেও দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। অনেক রোগীকেই চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। এতে বিশেষ করে বয়স্ক, গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে।

রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, কাউন্টার এবং বসার ব্যবস্থা বাড়ানোর পাশাপাশি রোগীদের সুবিধার্থে জরুরি ভিত্তিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় আগামী দিনে রোগীর চাপ আরও বাড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

তেলকাজলা ধর্ষণকাণ্ড: দ্রুত বিচারের দাবিতে সোনামুড়ায় এসএফআই-এর প্রতিবাদ

সোনামুড়া, ৩০ জুন: ধনপুরের তেলকাজলা এলাকার অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, দ্রুত বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শহরজুড়ে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি এসডিপিও-র কাছে জমা দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সোনামুড়া শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এসএফআই-এর প্রতিনিধি ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। মিছিল থেকে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং নির্যাতিতার পরিবারের জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে স্লোগান দেওয়া হয়।

এসডিপিও-র কাছে স্মারকলিপি প্রদানকারী প্রতিনিধিদলে ছিলেন এসএফআই সোনামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক আনিসুর রহমান, এনসিআই স্কুল ইউনিট সম্পাদক ওমর ফারুক, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইউনিট সম্পাদক উদ্ভব সাহা, গার্লস স্কুল ইউনিট সম্পাদক খাদিজা বেগম এবং এসএফআই উরমাই অঞ্চল সভাপতি আরিফুল ইসলাম।

এছাড়াও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি সুমন দে, বিভাগীয় কমিটির সদস্য ইমান হোসেন, ইন্দ্রনীল বর্মন, রবিউল রহমান, পারভেজ হোসেন, শরীফ হোসেন, পায়েজ হোসেন, সাহিল হোসেন, শামীম হোসেন, সৈকত হাসান, স্নেহা আক্তারসহ অন্যান্য সদস্য ও সমর্থকরা।

এসএফআই নেতৃত্ব জানিয়েছে, অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, দ্রুত বিচার এবং সর্বোচ্চ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তাদের আন্দোলন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

ত্রিপুরায় প্রস্তাবিত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুন: ত্রিপুরায় প্রস্তাবিত নতুন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো ও সামগ্রিক অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে গত ২৬ জুন কলেজ চত্বর পরিদর্শনে যান স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে। নতুন শিক্ষাবর্ষ (অ্যাকাডেমিক সেশন) থেকেই যাতে কলেজের পঠন-পাঠন শুরু করা যায়, সেই লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই এই বিশেষ পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়। পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য সচিবের সাথে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচিব ও মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদ এ পিডব্লিউডির চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ব্রাঞ্চ অফিসার (হোমিওপ্যাথি) ডাঃ সুজয় দাস, ডিএমই-র ব্রাঞ্চ অফিসার (হোমিওপ্যাথি) ডাঃ দেবজ্যোতি সাহা, নেতাজি সুভাষ স্টেট হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালের এমওআইসি ডাঃ সুশান্ত সরকার এবং প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার ডাঃ শুভাশিস ভট্টাচার্য।

পরিদর্শন শেষে জানানো হয়েছে যে, প্রস্তাবিত এই ৬০ আসন বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজের সিভিল ওয়ার্ক থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ সহ প্রায় ৯৫ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ন্যাশনাল কমিশন অফ হোমিওপ্যাথি-র প্রতিনিধি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 01-07-2026, 01:12